৩য় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯
১২ ডিসেম্বর
বিশেষ সংখ্যা

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

আইসিটি বর্ষ-০৩ ◢ সংখ্যা- ০৩ ◢ ঢাকা, ডিসেম্বর-২০১৯

নিউজলেটার

প্রধানমন্ত্রীর হাতে তিন আন্তর্জাতিক সম্মাননা

নিউজলেটার ডেস্ক : তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সাফল্যের স্বীকৃতিতে পাওয়া তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মাননা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেছেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক।

গত ৪ নভেম্বর, ২০১৯ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নিয়মিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের আগে ডব্লিউআইটিএসএ গ্লোবাল আইসিটি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড, ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড ও গোভইনসাইডার ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডগুলো গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সবগুলো অ্যাওয়ার্ডই ২০১৯ সালে অর্জন করা। অ্যাওয়ার্ডগুলো হস্তান্তরকালে প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন আইসিটি সচিব এন এম জিয়াউল আলম।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন হাই-টেক পার্কের অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে ডব্লিউআইটিএসএ গ্লোবাল আইসিটি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস-২০১৯ দেয়া হয়।

চলতি বছরের ১০ অক্টোবর আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভানে তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব ইনফরমেশন টেকনোলজির (ডব্লিউসিআইটি) ২১তম আয়োজনে এই পুরস্কার নেন পলক।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার প্রকল্পটিকে ডাটা সেন্টার কন্সট্রাকশন ক্যাটাগরিতে ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড *(বাকি অংশ ৯-এর পৃষ্ঠায়)*

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯

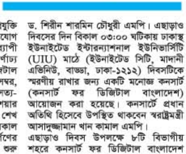

নিজস্ব রিপোর্ট : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আয়োজনে দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা আর বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে ৩য় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পালিত হবে ১২ ডিসেম্বর, ২০১৯। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য 'সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে'। ধানমণ্ডিস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকায় পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে দিবসের দিনব্যাপী কার্যক্রম শুরু হবে। সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে খামারবাড়ি মোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে। র‍্যালিটির শুভ উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি। এছাড়াও দিবসের দিন বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় ঢাকাস্থ ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (UIU) মাঠে (ইউনাইটেড সিটি, মাদানী এভিনিউ, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২) দিবসটিকে স্মরণীয় রাখার জন্য একটি মনোজ্ঞ কনসার্ট (কনসার্ট ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ) আয়োজন করা হয়েছে। কনসার্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি।

এছাড়াও দিবস উপলক্ষে ৮টি বিভাগীয় শহরে কনসার্ট ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ আয়োজন করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় ও ৪৯২টি উপজেলায় সেমিনার ও প্রতিযোগিতা (প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত, রচনা, কুইজ ও চিত্রাংকন) অনুষ্ঠিত হবে। দিবসের বিস্তারিত কর্মসূচি নিম্নরূপ:

উদ্ধৃতি

বিপুল সংখ্যক তরুণ সমাজের জন্য একটি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সরকারের অঙ্গীকার। আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে রোল মডেল যা অন্যান্য দেশও গ্রহণ করছে।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অনুকরণ নয় উদ্ভাবন, ডিজিটাল বাংলাদেশের দর্শন। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হবে।

- সজীব ওয়াজেদ জয়, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা

একজন ডাক্তার, আইনজীবী কিংবা রাজনীতিবিদ যে পেশারই লোক হোন না কেন, তিনি যদি তার ক্ষেত্রে সফল হতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই প্রযুক্তির সফল ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে। বর্তমানে পৃথিবীর সব জায়গায়, সকল পেশায় প্রযুক্তির সার্বিক ব্যবহার হচ্ছে। কারণ পুরো পৃথিবীটাই এখন প্রযুক্তি ও জ্ঞান নির্ভর।

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

আমাদের দেশে যদি ১৬ কোটি মানুষের জন্য দেশীয় ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন করতে পারি তাহলে যেমন আমদানির বিকল্প তৈরি হবে, একইসাথে নিজেদের দেশের নেটওয়ার্ক তৈরির ক্ষেত্রটি আমরা শক্তিশালী করতে পারব।

এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ এমপি, সভাপতি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করলে সরকারি সেবার মান যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি জনগণের বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের সরকারি সেবা পেতে সময়, খরচ ও যাতায়াত সংখ্যাও কমবে।

এন এম জিয়াউল আলম, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

জাতিসংঘের ডিজিটাল সূচকে বাংলাদেশকে পঞ্চাশে দেখতে চান আইসিটি উপদেষ্টা

LAUNCHING
CEREMONY OF
E-GOVERNMENT MASTER PLAN REPORT
DIGITAL MUNICIPALITY SERVICES SYSTEM
EKSHEBA, EKPAY & EKSHOP

নিউজলেটার ডেস্ক : আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জাতিসংঘের আইসিটি ইন্ডিকেটর ডিজিটাল গভর্নেন্স ইনডেক্সের শীর্ষ পঞ্চাশে আসার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

তিনি বলেন, আমরা যে ধারা অব্যাহত রেখেছি তাতে ২০২১ সালের মধ্যেই সব ধরনের নাগরিক সেবা মানুষের আঙ্গুলের ছোঁয়ার আওতায় আনবো। আমরা গত কয়েক বছরে ৪০-৫০ ধাপ এগিয়েছি। আর আগামী পাঁচ বছরে আমরা কেনো আরও ৫০ ধাপ এগোবো না?

গত ২০ অক্টোবর, ২০১৯ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনটি নাগরিক সেবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। এই উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশে অনলাইনে সরকারি সেবাপ্রাপ্তি, বিল পরিশোধ ও গ্রামীণ উৎপাদনকারীর পণ্য শহরের ক্রেতার হাতে পৌঁছে দিতে ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম একপে, একসেবা এবং একশপের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই প্রকল্পের *(বাকি অংশ ২-এর পৃষ্ঠায়)*

ডিজিটাল পদ্ধতির কারণে দুর্নীতি ও হয়রানি কমেছে : পলক

সুকাশ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স
নবনির্মিত ভবনের
এড. জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি

ডেস্ক রিপোর্ট : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, ডিজিটাল পদ্ধতির কারণে জনগণকে আর হয়রানির শিকার হতে হয় না। স্বল্প সময়ে অল্প খরচে ঘরের কাছে অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে মানুষ সেবা পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সুযোগ্য সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল পাচ্ছে জনগণ।

সরকার আইসিটি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার শেখ রাসেল কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে প্রযুক্তিতে দক্ষ গড়ে তোলা যায়। সারাদেশে ২৮টি হাই-টেক পার্ক নির্মাণ কাজ চলছে। বিগত ১০ বছরে সিংড়ার জনগণের দাবি সরকার পূরণ করেছে। কিছু দাবি আছে পর্যায়ক্রমে তা পূরণ করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য ভালোবাসা, দায়িত্ব, কর্তব্য থাকতে হয়। বিগত দিনে জনপ্রতিনিধিদের এসবের অভাব ছিল। যার জন্য জনগণ অবহেলিত ছিল। উন্নয়ন এবং ভালোবাসা পায়নি। আমি আদর্শ ও মানবিক সিংড়া গড়তে চাই।

গত ৩০ নভেম্বর, ২০১৯ ১ কোটি ২৩ লাখ টাকা ব্যয়ে সুকাশ ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী।

সুকাশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন-উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অ্যাডভোকেট ওহিদুর রহমান শেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু আহমেদ নাজিস, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রুহুল আমিন, সুকাশ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আজহারুল ইসলাম, সহ-সভাপতি ফরিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক হালিম মো. হাসমত, ইউপি মেম্বার আব্দুল জলিল, সিংড়া থানার ওসি (তদন্ত) সেলিম হোসেন প্রমুখ। ◆

ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি স্বপ্ন একটি প্রত্যয়:

একটি নবজাগরণের সূচনা

সেশন	সময়	ভেন্যু
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ	সকাল ০৭:০০ ঘটিকা	ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতি
বর্ণাঢ্য র‍্যালি উদ্বোধন ও আলোচনা সভা	সকাল ০৯:০০ ঘটিকা	মানিক মিয়া এভিনিউ (বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা সংলগ্ন)
সেমিনার (মাঠ পর্যায়)	সকাল ১১:৩০ ঘটিকা	জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে
কনসার্ট (কেন্দ্রীয়)	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা	ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (UIU) মাঠে (ইউনাইটেড সিটি, মাদানী এভিনিউ, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২)
কনসার্ট (বিভাগীয়)	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা	৮টি বিভাগীয় শহর

এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর যে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়া হয় তার প্রধান অনুষঙ্গ এই ডিজিটাল বাংলাদেশ। এতে প্রতিফলিত হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের চিন্তা এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জনাব সজীব ওয়াজেদের তথ্যপ্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞানের বাস্তব অভিজ্ঞতা। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এর আলোকে সরকার রূপকল্প ২০২১-এ প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার এ দর্শনের মূল লক্ষ্য।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শব্দযুগল ব্যাপকভাবে পরিচিতি ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরতে ২৬ নভেম্বর, ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় ১২ ডিসেম্বর 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস'টি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রা। ইতিমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের এক দশক পূর্ণ হয়েছে। এক দশকের এ পথযাত্রায় ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর কোন স্বপ্ন নয়, এটা এক দৃশ্যমান বাস্তবতা–যা ২০২১ সালের পূর্বে বাস্তবায়িত হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ যথাক্রমে–মানব সম্পদ উন্নয়ন, কানেক্টিভিটি, ই-গভর্নেন্স ও আইটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন-এর লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার অগ্রসর হচ্ছে।

গ্লোবাল কানেক্টিভিটি

(বাকি অংশ ২-এর পৃষ্ঠায়)

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
DoICT
আইসিটি
নিউজলেটার
ঢাকা, ডিসেম্বর-২০১৯

একটি নবজাগরণের সূচনা

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস-২০১৭

(১ম পৃষ্ঠার পর) ইনডেক্স (জিসিআই) ২০১৯ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঁচ বছরেরও কম সময়ের পথচলায় 'গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইনডেক্স' বা বৈশ্বিক সূচকে সাত পয়েন্ট এগিয়েছে বাংলাদেশ। ২০০৮ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ লক্ষ, এখন প্রায় ৯ কোটি। মোবাইল ফোনের গ্রাহকও বেড়েছে চার গুণ । ২০০৮ সালে মোবাইলের চালু সিমের সংখ্যা ছিল ৪ কোটির কম, সেখানে চলতি বছরের জুনে এই সংখ্যা ১৫ কোটি ৯ লক্ষ ৫৪ হাজারে পৌঁছে যায়। একই সময়ে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর হার ৭% থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৪%। এ ছাড়াও মোবাইল ফোন ও আবাসস্থলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে বাংলাদেশ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি বড় অর্জন টিয়ার থ্রি ও টিয়ার ফোর জাতীয় ডাটা সেন্টার। এতে রয়েছে সরকারি সাইট, ই-মেইল হোস্টিং, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য ভান্ডার, ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ই-ভ্যাট, ই-ট্যাক্স, অর্থ বিভাগের অনলাইন বেতন ও পেনশন নির্ধারণী সিস্টেম হোস্টিং করা হয়েছে। সরকারের ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সহ ২৪০টি সরকারি অফিস এবং সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১৮,৪৩৪টি সরকারি অফিসকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ইনফো সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ৮০০+ ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, ২৬০০ ইউনিয়ন পরিষদ, ২২০৪টি ইউনিয়নে ওয়াইফাই এবং ১০০০ পুলিশ স্টেশনে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ইনফো সরকার ফেজ-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে সংযুক্ত করতে ১৯,৫০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। দুর্গম এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৭৭২টি দুর্গম ইউনিয়নকে এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার প্রক্রিয়ায় শহরের সঙ্গে গ্রামের কোন ডিজিটাল বৈষম্য থাকবে না।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদণ্ড অনুযায়ী এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মানব সম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দশমিক ৯, যা প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার একটি ধাপের উত্তরণ ঘটেছে। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষে বিগত এক দশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর অধীন বিভিন্ন সংস্থা আইটি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। 'লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৫০০০+ আইটি প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও এফটিএফএল কর্মসূচির আওতায় বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস, ক্লাউড কম্পিউটিং, আইওটি, ব্লক চেইন, ভি আর, মেশিন লার্নিং, রোবটিক্স, AI ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ ও চাকরি প্রদান করা হয়েছে। 'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫৭,০১০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। যার মধ্যে ৪১,৬০০ জন নারী। 'সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' প্রকল্পের মাধ্যমে সৌদি আরবে ১৫টি সহ বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৪১৭৬টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' ও 'শেখ রাসেল ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম' স্থাপিত হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষে শী পাওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪০০০ নারীকে আইটি সার্ভিস প্রোভাইডার, ৪০০০ নারীকে ফ্রিল্যান্সার টু ইন্টারপ্রেনিউর এবং প্রায় ২৫০০ নারীকে কল সেন্টার এজেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নে নানবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে ১৪০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪০০+ প্রতিবন্ধী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সব কিশোর-কিশোরী যেকোনো প্রান্তে বসে 'কিশোর বাতায়নে' একই সঙ্গে বিদ্যমান কন্টেন্ট দেখতে পারবে ও নতুন কন্টেন্ট যুক্ত করতে পারবে। বাতায়নে সংযুক্ত কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা প্রায় ৩০০০১৫, সর্বমোট কন্টেন্ট ২৮০০০+। সবার জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ ও মাথাপিছু রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষে এটুআই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল 'কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা'। শিল্প প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪৪৪০০ বেকার নারী-পুরুষকে কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও আইটি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি ল্যাব স্থাপন করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গত ছয় বছরে উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ই-গভর্নেন্স জরিপে ১৫০তম স্থান থেকে ১১৫তম অবস্থান অর্জন করেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগ (ইউএনডেসা) পরিচালিত ই-সরকার ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ইজিডিআই) অনুযায়ী, বাংলাদেশ ০.৪৭৬৩ পয়েন্ট পেয়ে এবং গত দুই জরিপে ৩৫ ধাপ এগিয়ে ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১১৫তম স্থানে অবস্থান করে নিয়েছে। ২০১৬ সালের জরিপে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২৪তম, ২০১৪ সালে ১৪৮তম ও ২০১২ সালে অবস্থান ছিল ১৫০তম। সরকারি সংস্থাগুলো ই-গভর্নেন্স সেবাসমূহকে আন্ত-সরকারি পরিষেবার জন্য জি-টু-জি (G2G), নাগরিক পরিষেবার জন্য জি-টু-সি (G2C) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য জি-টু-বি (G2B) শ্রেণীবদ্ধের মাধ্যমে সরকারি ই-সেবা প্রদান করে থাকে ।

মন্ত্রণালয় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ১৯,০০০ সরকারি দপ্তর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহকে জনগণের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে এটুআই ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর যৌথভাবে সারাদেশে ই-নথি বাস্তবায়ন করেছে। ইতোমধ্যে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৭১টি অধিদপ্তর, ৬০৪টি দপ্তর/সংস্থা, ১০৬টি বিভাগীয়, ২৫০৬টি জেলা পর্যায়ের এবং ২৪২৫টি উপজেলা পর্যায়ের অফিসসহ মোট ৫৭৭০টি সরকারি অফিসে বর্তমানে ই-নথি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়াও সেবাগ্রহীতাগণ উভয়ে ই-নথির একসেবা মাধ্যমে সেবা পেতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সব দপ্তরের সহযোগিতায় এটুআই ও আইসিটি অধিদপ্তর যৌথভাবে বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি ওয়েবপোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' বাস্তবায়ন করছে। ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত ৪৬০০০+ সরকারি অফিস এই বাতায়নে যুক্ত রয়েছে। ই-টিআইএন এ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু হয়েছে, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট কন্ট্রোলার অফ সার্টিফায়িং অথরিটিজ ৫২৩৩৫ টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ করেছে। সারাদেশে ৪৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধাদি যেমন ভূমির পরচা, অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন, অনলাইন পত্রিকা, ই-টেন্ডার, ই-কৃষি, পরীক্ষার ফলাফল, ইউটিলিটি বিল, ই-পুর্জি, ই-টিকেট, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি বাতায়ন দেশব্যাপী কৃষকের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজে কার্যকরভাবে ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৮টি হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, সিলেট হাই-টেক প্রজেক্ট, জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, শেখ হাসিনা টেকনোলজি পার্ক, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক প্রজেক্ট রাজশাহী, শেখ কামাল হাই-টেক পার্ক এবং ইনকিউবেশন সেন্টারসহ বেশ কিছু প্রকল্প অন্যতম। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি দেশের প্রথম হাই-টেক পার্ক। এ যাবত প্রায় ২৯টি দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি/স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে মোট ১,০০,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বর্তমানে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯টি। যশোরে শেখ হাসিনা টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ শেষে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্কটি উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ৪৮টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আইটি বিষয়ে দক্ষ ১০০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।

আইসিটি বিভাগের অধীন আইসিটি অধিদপ্তর ও BACCO যৌথভাবে BPO Summit আয়োজন করে আসছে যার মাধ্যমে তরুণদের আইসিটি ক্ষেত্রে সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও BACCO এর উদ্যোগে ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯ সালে BPO Summit Bangladesh অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রতি বছর ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে যা জনগণের মধ্যে আইসিটির সর্বোত্তম ব্যবহার, প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ◆

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস-২০১৭'তে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে আইসিটি বিভাগের শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমাদের প্রেরণার উৎস

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কাজ শেষ হবে। এ থেকে বাদ যাচ্ছে না দুর্গম এলাকার ৭৭২টি ইউনিয়ন। এসব ইউনিয়ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকটিভিটির আওতায় আনার জন্য কানেক্টিং বাংলাদেশ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইউনিয়ন, পৌরসভাসহ ৫ হাজার ৮শ' ৬৫টি ডিজিটাল সেন্টার ও ৪৬৫০০ ওয়েবসাইটের জাতীয় তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য ও সেবা পৌঁছে গেছে মানুষের দোরগোড়ায়। সরকার এ পর্যন্ত ৬শ'রও বেশি সেবাকে ই-সেবায় পরিণত করে তা নাগরিকদের অনলাইনে পাওয়া সহজলভ্য করেছে।

আরও প্রায় ১৯০০ সরকারি সেবা ই-সেবায় পরিণত করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। অনলাইনে সেবা প্রদান করার ফলে মানুষ কতোটা সুবিধা পাচ্ছে এবং সময়, খরচ এবং যাতায়াতের ব্যয় (TCV) কমেছে সে তথ্য জানা গেল এটুআই প্রোগ্রামের একটি সূত্র থেকে। শুধুমাত্র ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে এক দশকে গ্রামের মানুষদের ৪৬ কোটি সেবা দেওয়া হয়েছে। সেবা পেতে মানুষের সময় বেঁচেছে ১৯২ কোটি দিন। ব্যয় কমেছে ৬৯ হাজার ১শ' ৯০ কোটি টাকা এবং যাতায়াতে সাশ্রয় হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। আগামীতে প্রায় সব সরকারি সেবাই অনলাইনে পাওয়া যাবে। এছাড়াও, ৭শ'রও বেশি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করে তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হয় মানুষের হাতের মুঠোয়। কলসেন্টারভিত্তিক ৯৯৯, ৩৩৩ ও ১০৯ এর সেবা এখন দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় আইসিটি অবকাঠামোর। সে কারণে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রথমেই আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেয়। দেশের ২৮টি স্থানে ২৮টি হাই-টেক পার্ক, আইটি পার্ক ও আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে যশোর শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কসহ তিনটি নির্মাণ করা হয়েছে। কারওয়ান বাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বাংলাদেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে স্বীকৃত। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক সিটি, সিলেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্কের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির ৩৫৫ একর জমির মধ্যে ১৪০ একর জমি উন্নয়ন করছে দুটি ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান। নির্মিত আইটি পার্কে এ পর্যন্ত ১০৮টি প্রতিষ্ঠানকে ফ্লোর স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যারা আজ পর্যন্ত ২৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব করেছে। এখন পর্যন্ত পার্কগুলোতে ৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেসরকারি বিনিয়োগ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, পিসি এবং বিভিন্ন এক্সেসরিজ উৎপাদন ও এসেম্বলিং করবে। স্যামসাং, সিম্ফনি, বিজেআইটি, জেন্ডার এন্টারপ্রাইজ নামক প্রতিষ্ঠানগুলো বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে জমি বরাদ্দ নিয়েছে। এ হাই-টেক সিটিতে ডাটা সফটের উৎপাদিত ওয়াটার ট্যাঙ্ক সিস্টেম (IoT device) সৌদি আরবে রপ্তানি করছে এবং বিজনেস অটোমেশন Kiosk Machine সংযোজনপূর্বক দেশীয় বাজারে (হাসপাতাল ও ব্যাংকগুলোতে) বিপণন করছে। বাংলাট্রনিক্স, লিও আইসিটি কেবল এবং কেমেন অপটিক্যাল ফাইবার লিমিটেড দেশীয় বাজারের জন্য মোবাইল ফোন এবং কেবল সরবরাহ করছে। কালিয়াকৈরে (বিজিডি ই-গভ সার্ট)। বিজিডি ই-গভ সার্ট ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশ নিয়ে সাইবার হামলা মোকাবেলায় নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। ই-গভর্মেন্ট মাস্টার প্লান প্রকল্পের আওতায় সরকারের ৫২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, ৬৮টি অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহকে বিএসডিএর আওতায় আনার জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে এবং ই-জিআইএফ (e-GIF) প্রস্তুত করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার জন্যই সব সেবা অনলাইনে প্রদানের উপর জোর দিচ্ছে সরকার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, সেবাগ্রহীতাকে দিনের পর দিন ফাইলের পেছনে ছুটতে হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছাকাছি যেতে হয়। নৈকট্যের (proximity) প্রয়োজন হয়। ফলে অনেকক্ষেত্রে সেবা পেতে ঘুষের অভিযোগ উঠে। এর পাশাপাশি হয়রানির শিকার হতে হয়। কিন্তু অনলাইনে এর কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কারণ, অনলাইনে সেবা পেতে কোন ব্যক্তির কাছাকাছি যেতে হয় না। সেবাগ্রহীতা দোরগোড়ায় বা হাতের নাগালে সেবাটি পান। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা হয় অন্যদিকে একজন সেবাগ্রহীতা হয়রানি ও ঘুষ ছাড়াই সেবাটি পায়। এমনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরকার আজ পর্যন্ত ৬শ'রও বেশি সেবা ডিজিটাইজড করে মানুষকে অনলাইনে সেবা প্রদান করছে। আরও ১৯০০ সেবাকে অনলাইন সেবায় পরিণত করা হচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে ২৮০০ সরকারি সেবা অনলাইনে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার। অনলাইনে সেবা শুধু শহরের মানুষই পাচ্ছে না গ্রামের মানুষও পাচ্ছে। ২০১৭ সাল নাগাদ শুধুমাত্র ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে গ্রামের মানুষ ৪৬ কোটি সেবা পেয়েছে। হাতের মুঠোয় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৭শ'রও বেশি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। ২০২১ সালে এ সংখ্যা হবে ১৩শ'রও বেশি। সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার জন্য চালু করা হয়েছে ই-প্রকিউরমেন্ট। ২০১৮ সাল নাগাদ ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৭শ' ৪২টি টেন্ডার মাধ্যমে আহ্বান করা হয় যার আর্থিক মূল্য ২,০০৩৩১ লক্ষ কোটি টাকা।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অভিঘাত ও সম্ভাবনা মোকাবেলা এবং ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদের। ২০২১ সালের মধ্যে ২০ লক্ষ আইটি পেশাজীবী তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা হয়েছে। আইসিটিবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করায় বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার সক্রিয় রয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। সম্প্রতি অনলাইন শ্রমশক্তি নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায় এমনি তথ্য উঠে আসে। উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে ১৫ হাজারেরও বেশি।

আইসিটি শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে সরকার। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৩,৫০০ মাল্টিমিডিয়া ক্লাস ও ৯,০০০ ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দক্ষ মানব সম্পদের চাহিদা মেটাতে ৭টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ৬৪ জেলায় আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছে অনন্য সম্মান। বিগত বছরগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াচডগ হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারী অ্যাওয়ার্ড, একাধিকবার ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডাব্লিএসআইএস) পুরস্কার, অ্যাসিসিও অ্যাওয়ার্ড, আইসিটি সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন আমাদের জন্য শুধু গৌরবের নয়, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সাফল্য ও কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

তাই ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সাফল্যের কথা উঠলেই মনে হবে ১২ ডিসেম্বরের কথা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেরণা জাগানো ঘোষণার কথা। প্রতি বছর জাতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস শুধু আমাদেরকে এ অনন্য দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে না আগামী প্রজন্মকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তোলায় উৎসাহিত করবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের এবারের মূল প্রতিপাদ্য- 'সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে'। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা ও ভুয়া তথ্য ও গুজব ছড়িয়ে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করা হচ্ছে। দেশের ৩ কোটিরও বেশি মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। এদের মধ্যে অনেকেই এসব মিথ্যা ও ভুয়া তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে। মিথ্যা ও ভুয়া তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে আপনার একটি মিথ্যা ও ভুয়া তথ্যে সমাজের অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। এবারের ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে শপথ হোক আমরা কেউ ভুয়া ও মিথ্যা তথ্য শেয়ার করব না।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এবারও র‍্যালি, সোস্যাল মিডিয়া প্যারেড, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রদর্শন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রচনা প্রতিযোগিতা, ঢাকা ও বিভাগীয় শহরে 'কনসার্ট ফর আইসিটি'র আয়োজন ও সকল ডিজিটাল সেন্টারে আইসিটি দিবসের উপর ভিডিও প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে দেশব্যাপী ও বিদেশে অবস্থিত সকল বাংলাদেশী মিশনে একযোগে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯' কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তাঁর ডিজিটাল সার্ভিস এবং উদ্ভাবনী পণ্যসমূহ পরিদর্শনের কথা রয়েছে। ◆

পঞ্চাশে দেখতে চান আইসিটি উপদেষ্টা

(১ম পাতার পর) আওতায় আপাতত ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন এবং নয়টি পৌরসভায় এসব নাগরিক সেবা পাওয়া যাবে। পরে তা ছড়িয়ে দেওয়া হবে সারা দেশে।

এই নাগরিক সেবার আওতায় ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন ছাড়াও ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নাটোর, ঝিনাইদহ, টুঙ্গিপাড়া, পীরগঞ্জ, সিংড়া, তারাবো ও রামগতি পৌরসভায় পাইলট প্রকল্পের

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব এন এম জিয়াউল আলম সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

৩৬ একর জমি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নেগোশিয়েশন চলছে। যশোর শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ৪৮টি আইটি প্রতিষ্ঠানকে ফ্লোর স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৫টি কোম্পানী সফলতার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। জনতা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ১৬টি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আইটি সেক্টরের প্রসার এবং নতুন ধারণা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এক বছরের জন্য এ পার্কে ১০টি স্টার্ট আপ কোম্পানীকে বিনামূল্যে স্পেস দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৪০টি স্টার্ট আপ কোম্পানীকে কো-স্পেস দেওয়া হয়েছে।

সর্বমোট ৭৮ পেটাবাইট ধারণ ক্ষমতার দুটি জাতীয় ডাটা সেন্টার (টিয়ার-৩ ও টিয়ার ৪) স্থাপন করা হয়েছে। টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইনোভেশন, ডিজাইন এন্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ একাডেমি (iDEA) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ডিজিটাল সরকার (ই-গভর্মেন্ট) প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবেই আইসিটি অবকাঠামো ও ই-সেবা তৈরি করা হয়। এর পাশাপাশি সরকারের তথ্য ও সেবাকে ইন্টারঅপারেবল করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গড়ে উঠেছে সাইবার জগৎ। তৈরি হচ্ছে প্রচুর ডাটা। সাইবার জগৎ ও ডাটা নিরাপদ রাখার জন্য সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে। আর সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধে গঠন করেছে বাংলাদেশ ই-গভর্মেন্ট সার্ট হবে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার ও চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০২১ সাল নাগাদ ৪৩ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। জেলা পর্যায়ে ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আগামী ২০২১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানী ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে সরকার। সে লক্ষ্যে আইসিটিতে বিনিয়োগে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশনের জন্য বোস্টন কনসালটিং গ্রুপকে (বিসিজি) নিয়োগ দেওয়া হয়। তারা বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশের আইটি প্রতিষ্ঠানের সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। এসব উদ্যোগের ফলে ২০১৮ সালেই বাংলাদেশের আইসিটি রপ্তানী ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ মাধ্যমে এটি শুরু হলো।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব এন এম জিয়াউল আলম।

অনুষ্ঠানে 'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ১০০ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর মধ্যে ১০০টি ল্যাপটপ বিতরণ করেন সজীব ওয়াজেদ জয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টার কাছে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধীনে তিন সংস্থার পাওয়া পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়।

এটুআইয়ের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আব্দুল মান্নান সজীব ওয়াজেদ জয়ের হাতে 'গভইনসাইডার ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯'-এর 'বেস্ট সিটিজেন এনগেজমেন্ট প্রজেক্ট' পুরস্কার তুলে দেন। এরপর 'ডব্লিউআইটিএসএ গ্লোবাল আইটিসি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' হস্তান্তর করেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব 'ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড' ২০১৯ উপদেষ্টার হাতে তুলে দেন। ◆

ঘোষণা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এই নিউজলেটারে প্রকাশ করা হচ্ছে।
সম্পাদক

সম্পাদকীয়

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ : শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শন

১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সূচনার দিন। ২০০৮ সালে ১২ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহার রূপকল্প-২০২১ ঘোষণার সময় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। ২০০৯ সাল থেকে এর কার্যক্রম শুরু হলেও সময়ের ব্যবধানে তা পত্র-পল্লবে মহীরুহ হয়ে উঠেছে। তাই দিন যতই যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বেড়েই চলেছে। ২০১৭ সালে ১২ ডিসেম্বর জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে প্রথমবার পালিত হলেও পরের বছর থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এবারেও বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশ গড়ার এ উন্নয়ন দর্শনের ফলে দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে উঠেছে। অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ-এ চারটি মূল স্তম্ভকে ভিত্তি করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের পথে শেখ হাসিনা তৃতীয় মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। সারাদেশ এখন ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায়। দেশের সব উপজেলা ও ইউনিয়ন ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটিতে নিয়ে আসা হয়েছে। বাদ যায়নি দুর্গম এলাকাও। অন্যদিকে দেশের মানুষের হাতে হাতে এখন স্মার্ট ফোন। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি কাজে যে কোন সহযোগিতা বা পরামর্শ জানতে পারছেন নিমিষেই সংশ্লিষ্টরা। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য, ভর্তি ফরম পূরণ, জন্ম নিবন্ধন, বীমা, মোবাইল ব্যাংকিং, কৃষি কাজের জন্য মাটি পরীক্ষা ও সারের সুপারিশ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, চিকিৎসা সেবা-পরামর্শসহ দৈনন্দিন ৬০ ধরনের সেবা পাওয়া যায়। অন্যদিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সরকারি ওয়েব সাইট 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন'-এ ৪৩ হাজার দপ্তর এখন সংযুক্ত। এতে রয়েছে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের ২৫ হাজারেরও বেশি ওয়েব সাইট। আরো ১৯০০ সরকারি সেবা ই-সেবায় পরিণত করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। অনলাইনে সেবা পাওয়ায় মানুষের সময়, খরচ ও যাতায়াত ভোগান্তি কমেছে। ফলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। এছাড়া কল সেন্টারভিত্তিক সেবা ৯৯৯ এখন খুবই জনপ্রিয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণের ওপর প্রথম গুরুত্ব দেয়া হয়। ২৮টি স্থানে ২৮টি হাই-টেক পার্ক ও আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু স্থানে প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হয়েছে এবং কিছু শেষের দিকে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গড়ে উঠেছে সাইবার জগৎ। তৈরি হচ্ছে প্রচুর ডাটা। সাইবার জগৎ ও ডাটা নিরাপদ রাখার জন্য সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে। আর সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধে গঠন করেছে বাংলাদেশ ই-গভর্মেন্ট সার্ট-যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশ নিয়ে সাইবার হামলা মোকাবেলায় নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে।

ডিজিটাল অর্থনীতি গড়তে দক্ষ মানব সম্পদের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য । তাই ২০২১ সালের মধ্যে ২০ লাখ আইটি পেশাজীবী গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। ইতিমধ্যে পাঁচ লাখ ৮৫ হাজার দক্ষ মানবসম্পদ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে দেশে প্রায় ছ'লাখ ফ্রিল্যান্সার সক্রিয় রয়েছে-যারা দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন। অন্যদিকে সরকার আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণে ৬ষ্ঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ল্যাব ইউকিউবেটর তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি বাজার থেকে ইতিমধ্যে দু'মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছে। আগামী ২০২১ সাল নাগাদ এখাত থেকে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করতে চায় সরকার। সেজন্য আইসিটিতে বিনিয়োগ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের তরুণ প্রজন্ম এখন শিক্ষা শেষে চাকুরীর পেছনে ছুটে না। তারা নিজেরা এক-একজন উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন। দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার শেখ হাসিনার অনন্য দর্শন তরুণ প্রজন্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে। দেশের সবচেয়ে কর্মক্ষম তরুণ প্রজন্ম ২০২১ সালের মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্য পূরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর তাহলেই সার্থক হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পালন। ◆

দৃষ্টিপাত

তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রেখে চলেছে এল ই ডি পি

মো: আখতার মামুন
প্রকল্প পরিচালক
লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

DIGITAL BANGLADESH
ICT DIVISION
DoICT
আইসিটি নিউজলেটার
ঢাকা, ডিসেম্বর-২০১৯

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন : চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান

এসডিজি হচ্ছে মানুষ ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা, যা ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার পাশাপাশি সব নাগরিকের সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করাসহ বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃত্ব আগামী ১৫ বছরের জন্য নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামোর রূপরেখা নির্ধারণ করেন যা ২০৩০ এজেন্ডা বা এসডিজি নামে পরিচিত, যার মূল বক্তব্যই হলো 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়, কাউকে পেছনে ফেলে নয়' (No One Left Behind)। এসডিজিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন এই ৩টি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে সমন্বয় করা হয়েছে। এতে বলা হয়, পৃথিবীর কোথাও অশান্তি নিয়ে কোনো টেকসই উন্নয়ন হতে পারে না এবং টেকসই উন্নয়ন ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে সব নাগরিক, অংশীদার ও রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বৈশ্বিক অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। সম্পদের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন রোধে ত্বরিত উদ্যোগ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সব ধরনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করাই এসডিজির লক্ষ্য। জাতিসংঘ সারাবিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭টি লক্ষ্য (এসডিজি) নির্ধারণ করেছে। প্রতিটির ক্ষেত্রে রয়েছে আবার একাধিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো (এসডিজি) হচ্ছে-

১। সব দেশ থেকে সব ধরনের দারিদ্র্য দূরীকরণ।
২। খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা।
৩। স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করা এবং সব বয়সী মানুষের জন্য সমৃদ্ধ জীবনের প্রণোদনা প্রদান।
৪। সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে ন্যায্য ও মানসম্মত শিক্ষা এবং সবার জন্য আজীবন শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫। লিঙ্গসমতা অর্জন এবং কন্যাশিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
৬। সবার জন্য পানি ও স্যানিটেশন সহজলভ্য করা এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
৭। সবার জন্য সহজলভ্য, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি নিশ্চিত করা।
৮। সবার জন্য মানসম্মত কাজ ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহ প্রদান।
৯। সহজ অবকাঠামোর মাধ্যমে বৃহৎ, টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে উৎসাহ প্রদান।
১০। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং দেশের অভ্যন্তরে বৈষম্য কমিয়ে আনা।
১১। শহর ও মানুষের বসবাসকে একীভূত, নিরাপদ, প্রাণবন্ত এবং টেকসই করা।
১২। সম্পদের উৎপাদন এবং সেবন/ব্যবহারকে টেকসই করা।
১৩। জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন ও এর প্রভাব রোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ।
১৪। সাগর, মহাসাগর ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই উন্নয়ন এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।
১৫। প্রকৃতি ব্যবস্থাপনার টেকসই ব্যবহারকে উৎসাহ ও সুরক্ষা প্রদান, বনসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও মরুময়তা প্রতিরোধ, বনজসম্পদের সুরক্ষা ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি বন্ধ করা।
১৬। টেকসই উন্নয়নে সমাজের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, সবক্ষেত্রে কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে

> দারিদ্র্য হ্রাসকরণ-সংক্রান্ত এমডিজি-১ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বে অগ্রগামী ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক 'বিশেষ স্বীকৃতি' লাভ করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশকে এজন্য 'ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড'ও প্রদান করে। একই কারণে বাংলাদেশ 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। এমডিজির চতুর্থ লক্ষ্য, শিশু মৃত্যুহার কমিয়ে ২০১০ সালেই বাংলাদেশ ২০১৫-এর লক্ষ্য অর্জন করে আর তারই স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ 'এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০'-এ ভূষিত করে। শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার-সংক্রান্ত এমডিজি-৪ ও এমডিজি-৫-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করেছিল এবং সফলভাবে এ দুটি লক্ষ্যও অর্জন করেছিল। এ কারণে বাংলাদেশকে আরেকটি 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। নারী শিক্ষায় ব্যাপক সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ হতে 'ইউনেস্কো পিস ট্রি' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। এমডিজি-৫-এর আওতায় নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর ভূমিকার জন্য 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয় এবং ইউএন-উইমেনের পক্ষ থেকে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' ঘোষণা করা হয়।

এমডিজির সব লক্ষ্য অর্জনে সফলতা দেখানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল। তাই জাতিসংঘের ২০১৩ সালের প্রতিবেদনে এমডিজি অর্জনে সফল ১৮টি দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু এমডিজি থেকে এসডিজির পরিসর অনেক বড়। বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছে। সবাই পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে এসডিজি অর্জনও সম্ভব হবে। তবে এত বিশাল কাজ সম্পন্ন করতে হলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। এসডিজি লক্ষ্য পূরণ একই সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার দ্বার যেমন উন্মোচিত করেছে, ঠিক তেমনি কিছু চ্যালেঞ্জও হাজির করেছে। যেমন-

● তথ্য-উপাত্তের প্রাপ্যতা ও সময়োপযোগী তথ্য প্রাপ্তি অন্যতম। এসডিজি অগ্রগতি বাস্তবায়নে ফলোআপ-এর অংশ হিসেবে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী তথ্য-উপাত্তের বিকল্প নেই। তথ্য সংক্রান্ত সমস্যা এবং জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থাগুলির সক্ষমতা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এসডিজি অগ্রগতি বাস্তবায়নে একটি বড় চ্যালেঞ্জ (Data-related Issues and Capacity of the National Statistical Agencies)

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য আর একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত না থাকা। দেখা গেছে যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর ২৩২টি সূচকের মধ্যে ১১০টি (৪৭.৪%) সূচকের কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। কার্যকর পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। একই সাথে মতামতভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে যে উপাত্ত তৈরি করতে হবে তা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতাকেও কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পক্ষের মধ্যকার বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় করতে হবে।

● এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা, সমন্বয়ও নেতৃত্ব (Management,Co-ordination and Leadership for SDG Implementation)

সরকার তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে নভেম্বর ২০১৫-তে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য একটি 'আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' গঠন করেন। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) থেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের একটি ম্যাপিং করা হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হচ্ছেঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন প্রণয়ন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং তথ্য মন্ত্রণালয়। এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হবে এখন অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

● অর্থায়ন এবং পদ্ধতিগত সমস্যাসহ বাস্তবায়নে অন্যান্য উপায় (Financing and other Means of Implementation Including Systemic Issues)

এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে অর্থায়ন। এসডিজি বাস্তবায়নে অনেক অর্থ প্রয়োজন। সামাজিক খাতে ও অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করতে হবে। শুধু দাতাদের অর্থের উপর নির্ভর করে লক্ষ্য অর্জিত হবে না। অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান বাড়াতে হবে। বেসরকারি খাতকে এ কাজে যুক্ত

২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট সুবিধার আওতায় আছে যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% কর্মক্ষম বয়সের মধ্যে বসবাস করছে। ৩৪% হচ্ছে তরুণ যাদের বয়স ১৫ বা তার নিচে এবং এরা সবাই এ দেশের কর্মক্ষম ও উদ্যমী তরুণ। এই তরুণ সমাজ কাজ করতে চায়, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় নিজের উন্নয়নের মাধ্যমেই। আজকের এই তরুণরাই হচ্ছে পরিবর্তনের এজেন্ট। তাদের এই স্বপ্ন ও তেজকে অনুধাবন করেই বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হাতে নিয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। তেমনি একটি বড় পদক্ষেপ হচ্ছে 'লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প'। 'তরুণরাই গড়বে দেশ, ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ' এই স্লোগানকে ধারণ করে ২০১৪ সালের জুন থেকে শুরু হয়েছে লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের কার্যক্রম।

সারাদেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে আইটি ও আইটিইএস শিক্ষার মাধ্যমে যাতে করে তারা আত্মউন্নয়ন ঘটাতে পারে সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই এই প্রকল্পের আওতায় মোট ১৩ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাদের আয়ের হিসাবই বলে দেয় এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা বৃথা ছিলো না। মোট ৩১ লক্ষ ইউএস ডলার আয়ের মাধ্যমে এই ১৩ হাজারের অনেকেই আজকে শুধু স্ব-প্রতিষ্ঠিতই নয় বরং নিজ উদ্যোগে তৈরি করেছে কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ যেখানে কাজ করে আরও প্রায় অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠিত ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে।

এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া চলমান। এই পর্যায়ে নতুন করে আরও প্রায় ৪০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যেখানে সর্বনিম্ন এইচএসসি পাস করা তরুণরা গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপম্যান্ট ও ডিজিটাল মার্কেটিং-এর মত বিষয়গুলো শিখতে পারবে। গোটা বিশ্বে ফ্রি-ল্যান্সিং কাজে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। ভারতের পরেই আমাদের অবস্থান হলেও এক নম্বরে আসতে আর খুব বেশি সময় হয়তো লাগবে না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় শপথ ও অঙ্গীকার, তাঁর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার তারুণ্যের হৃদয় জয় করা আইকনিক ব্যক্তিত্ব জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের দেখানো পথে হাঁটছে আমাদের এই আইসিটি বিভাগ যার অগ্রভাগের ভ্যান গার্ড হিসাবে আছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক।

কেবল প্রশিক্ষণ প্রদানেই সমাধান আসে না, তাই প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এই প্রকল্প থেকে বিনামূল্যে ল্যাপটপ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনের ভিত্তিতে প্রায় ১০০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের হাত থেকে ইতোমধ্যে ল্যাপটপ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এই প্রকল্প থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে মেন্টরিং কর্মসূচি। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ফ্রি-ল্যান্সার হিসাবে আয়ের দিকটিকে নিশ্চিত করা হয়। ৬৪ জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে দেয়া হবে এই প্রশিক্ষণ সুবিধা যাতে করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'গ্রাম হবে শহর' এই স্বপ্নটিকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ◆

তোলা।

১৭। এসডিজির বাস্তবায়নে এবং টেকসই উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারত্ব সৃষ্টি করা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজির কথা বলতে গেলে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) প্রাসঙ্গিকভাবে এসে যায়। বর্তমান এসডিজির আগে প্রথমবারের মতো ২০০০ সালে সারা বিশ্বের জন্য জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা এমডিজি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছিল। এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল আটটি। ১। চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা, ২। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ৩। জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন, ৪। শিশু মৃত্যুহার কমানো, ৫। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ৬। এইচআইভি/এইডস্, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগব্যাধি দমন, ৭। পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং ৮। সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারত্ব গড়ে তোলা। বাংলাদেশকে বলা হয় এমডিজির 'রোল মডেল'। কেননা বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে অনেক সফলতা পেয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বিশ্বব্যাপী এমডিজি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ-সংক্রান্ত এমডিজি-১ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বে অগ্রগামী ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক 'বিশেষ স্বীকৃতি' লাভ করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশকে এজন্য 'ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড'ও প্রদান করে। একই কারণে বাংলাদেশ 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। এমডিজির চতুর্থ লক্ষ্য, শিশু মৃত্যুহার কমিয়ে ২০১০ সালেই বাংলাদেশ ২০১৫-এর লক্ষ্য অর্জন করে আর তারই স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ 'এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০'-এ ভূষিত করে। শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার-সংক্রান্ত এমডিজি-৪ ও এমডিজি-৫-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করেছিল এবং সফলভাবে এ দুটি লক্ষ্যও অর্জন করেছিল। এ কারণে বাংলাদেশকে আরেকটি 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। নারী শিক্ষায় ব্যাপক সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ হতে 'ইউনেস্কো পিস ট্রি' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। এমডিজি-৫-এর আওতায় নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর ভূমিকার জন্য 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয় এবং ইউএন-উইমেনের পক্ষ থেকে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' ঘোষণা করা হয়। এমডিজি-৭-এর লক্ষ্য অনুযায়ী, পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত সাফল্যের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাঁর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের জন্য ইউএনইপি হতে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির জন্য বাংলাদেশের অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে ৯২ হাজার ৮৪৮ কোটি মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৭৪ লাখ ২৭ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। এজেন্ডা ২০৩০-এর মতো একটি সামগ্রিক, জটিল এবং সর্বব্যাপ্ত উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করতে হবে।

- জাতীয় পরিকল্পনা এবং নীতি প্রক্রিয়ার সাথে এসডিজি বাস্তবায়ন একীভূত করা (Aligning SDG Implementation with National Planning and Policy Processes)
- অংশীদারত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ (Partnership and Stakeholder Participation Including Institutional Arrangements)

এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। পাশাপাশি ব্যক্তি খাত, এনজিও ও বিভিন্ন অংশীজনকেও (stakeholder) সম্পৃক্ত হতে হবে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা দৃঢ়করণ এবং কার্যকর অংশীদারত্ব বিনির্মাণের পাশাপাশি সরকার, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং দেশীয় এনজিওর মাধ্যমে এসডিজির স্থানীয়করণ ও বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে।

উপরোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় SDG লক্ষ্যসমূহ অর্জনে আমাদের করণীয় :

ক) উপাত্তের প্রাপ্যতা ও সময়োপযোগী তথ্যপ্রাপ্তি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এসডিজি অগ্রগতি বাস্তবায়নে ফলোআপ-এর অংশ হিসেবে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী তথ্য-উপাত্তের বিকল্প নেই। কার্যকর পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

খ) এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়নের উৎস নির্ধারণ এবং সম্পদের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

গ) আমাদের দেশে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কর-জিডিপির হার খুব কম। সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অর্থায়নের দেশজ নতুন উৎস খুঁজে বের করতে হবে। জনগণকে কর প্রদানে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান করার পাশাপাশি কর প্রদান সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ভর্তুকি কমানোর কথা ভাবতে হবে। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে।

(বাকি অংশ ৯-এর পৃষ্ঠায়)

বরগুনা জেলা সফরে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব রিপোর্ট : গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বরগুনা জেলা সফর করেন। তিনি আইটি সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন 'বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল হাব' নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং হাই-টেক পার্ক, শেখ কামাল ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত স্থান ও শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন করেন। পরে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা, ফ্রিল্যান্সার, আইসিটি শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং দিকনির্দেশনা দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইনফো-সরকার (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্প-পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ, বরগুনার জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তোফায়েল আহমেদ, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির প্রমুখ। ◆

গোপালগঞ্জে কর্মশালায় সিনিয়র সচিব

নিজস্ব রিপোর্ট : গত ৭ নভেম্বর, ২০১৯ গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে 'ই-সার্ভিস ও উদ্ভাবন' বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং এটুআইয়ের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। সভাপতিত্ব করেন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা।

এর আগে সিনিয়র সচিব আইসিটি বিভাগের পক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দোয়া ও মোনাজাত করেন। ◆

আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বান্দরবান সফর ও শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন

রংপুরে মহাপরিচালকের পুনঃ ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম পরিদর্শন

মো: ফারহান নওরোজ নূর : রংপুর জেলায় 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের আওতায় চলমান পুনঃ ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম গত ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ পরিদর্শন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব)। এ সময় আইসিটি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মো: ফিরোজ সরকার ও রংপুর সদরের সহকারী প্রোগ্রামার মো: ফারহান নওরোজ নূর উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, রংপুর জেলায় 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের ৩টি ক্যাটাগরির পুনঃ ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম ০১ মাসের জন্য চলমান রয়েছে।

মহাপরিচালক ফ্রিল্যান্সার টু এন্টারপ্রিনিয়ার ক্যাটাগরির পুনঃ ইন্টার্নশীপ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 'Inspired IT Ltd', আইটি সার্ভিস প্রোভাইডার ক্যাটাগরির পুনঃ ইন্টার্নশীপ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 'BD Assistants Ltd', ওমেন কল সেন্টার এজেন্ট ক্যাটাগরির পুনঃ ইন্টার্নশীপ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 'Service Solution Limited'-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করে সার্বিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। ◆

শেরপুরে মতবিনিময় সভা

আতিকুর রহমান : শেরপুর জেলার ৩টি উপজেলার ২৭টি ইউনিয়ন পরিষদের ইউডিসি হতে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন হয়েছে, সেইসব প্রতিষ্ঠান-প্রধানের সাথে গত ১৭ অক্টোবর, ২০১৯ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তুলসীমালা ট্রেনিং কাম কম্পিউটার ল্যাবে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার প্রকৌশলী উম্মে মারজিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

ফরিদপুরে 'আমার গ্রাম; আমার শহর এবং তারুণ্যের শক্তি' শীর্ষক সেমিনার

সেমিনার
FARIDPUR

নিজস্ব রিপোর্ট : জেলা প্রশাসন, ফরিদপুর এবং ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে গত ৬ নভেম্বর, ২০১৯ ফরিদপুরে 'আমার গ্রাম; আমার শহর এবং তারুণ্যের শক্তি' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রকল্প-পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব)। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ফরিদপুর জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। ◆

বাগেরহাটে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব

নিজস্ব রিপোর্ট : জেলা প্রশাসন, বাগেরহাট এবং ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে গত ৭ নভেম্বর, ২০১৯ বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলায় 'আমার গ্রাম; আমার শহর এবং তারুণ্যের শক্তি' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রকল্প-পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব)। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাগেরহাট জেলা প্রশাসক মো: মামুনুর রশীদ। ◆

কুড়িগ্রামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

IT Support Technician (NTV
সমাপনী ও সনদ বি

মো: আজমল আবসার : গত ১৭ অক্টোবর, ২০১৯ কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় 'সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো স্থাপন' কর্মসূচির আওতায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে ফুলবাড়ী উপজেলা প্রশাসন ও আইসিটি অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী উপজেলা

মোহাম্মদ ছুরত আলম আকাশ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব) গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বান্দরবান পার্বত্য জেলার আইসিটি অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় ও বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন করেন। তিনি উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটির ভূমিকা বিষয়ে মতবিনিময় করেন ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। মহাপরিচালক বলেন, জ্ঞানভিত্তিক ও তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে সারা বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ-সময় উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ ফিরোজ সরকার, বান্দরবান পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ শামীম হোসেন, আইসিটি অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের প্রোগ্রামার (অ.দা.) মোঃ সামছু উদ্দিন, সদর উপজেলা কার্যালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার মোহাম্মদ ছুরত আলম আকাশ, রোয়াংছড়ি উপজেলা কার্যালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার সৌরভ চক্রবর্তী, আলীকদম উপজেলা কার্যালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার মৃন্ময় দাশ ও বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। ◆

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর জেলার উপ-পরিচালক (স্থানীয় সরকার) এ, টি, এম, জিয়াউল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (আইসিটি) জাহিদুল ইসলাম, ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার আতিকুর রহমান, শেরপুর জেলার আইএসপি মোহাম্মদ ফারুক এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ ২৭টি ইউনিয়ন পরিষদের ইউডিসি উদ্যোক্তাগণ।

উপ-পরিচালক (স্থানীয় সরকার) এ, টি, এম, জিয়াউল ইসলাম বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ইউডিসি উদ্যোক্তাগণকে পপ রুম-এর নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। ◆

কার্যালয়ের আয়োজনে আইসিটি প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (যুগ্মসচিব)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফিরোজ সরকার, কর্মসূচি পরিচালক। আরও ছিলেন মোঃ দিদারুল কাদির, সহকারী কর্মসূচি পরিচালক ও নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, অনিমেষ বসুনিয়া, প্রোগ্রামার, লালমনিরহাট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনাকারী দুই প্রতিষ্ঠান এনআইটি ও জেটিআই-এর চেয়ারম্যানগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফুলবাড়ী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাঃ মাছুমা আরেফিন। সঞ্চালনা করেন মোঃ আজমল আবসার, সহকারী প্রোগ্রামার, ফুলবাড়ী। এই অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণটি দীর্ঘ ৭৮ দিনব্যাপী চলমান ছিল। ◆

লালমনিরহাটে 'আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান' কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

রাসেল সরকার : লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে গত ২৪ অক্টোবর, ২০১৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অধীনে 'সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো স্থাপন' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান (NTVQF-LEVEL-1) কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার দীপক কুমার দেব শর্মা।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৩টি ব্যাচে ২০ জন করে মোট ৬০ জন পিছিয়ে পড়া ছিটমহলবাসী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সৈনিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'এই আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান (NTVQF-LEVEL-1) প্রশিক্ষণ আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে একজন দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ রুহুল আমীন বাবুল, কর্মসূচি পরিচালক মোঃ ফিরোজ সরকার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং সহকারী কর্মসূচি পরিচালক দিদারুল কাদির। ◆

কক্সবাজারে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সেমিনার

সুব্রত দাশ : গত ২৯ অক্টোবর, ২০১৯ উপজেলা প্রশাসন, কক্সবাজার সদরের আয়োজনে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় 'মুজিব বর্ষ ২০২০ : ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের করণীয়' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজার সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ.এইচ.এম মাহফুজুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কায়সারুল হক জুয়েল। সেমিনারে 'মুজিব বর্ষ ২০২০ : আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন' শিরোনামে প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন সুব্রত দাশ, সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, সদর, কক্সবাজার। সেমিনারের উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাবৃন্দ তাদের মতামত তুলে ধরেন। ◆

দিনাজপুরে শী পাওয়ার প্রকল্পের ইন্টার্নশীপ সমাপ্ত

মোঃ তাহনিয়াতুল ইসলাম : দিনাজপুর জেলায় গত ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ সফলভাবে ওম্যান কল সেন্টার এজেন্ট-এর রি-ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম সমাপ্ত হয়। এর আগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উপসচিব (সংস্থা-২ শাখা) গত ৬-৭ অক্টোবর, ২০১৯ ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম পরিদর্শন করেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের কথা শোনেন এবং মোটিভেশনাল বক্তব্য প্রদান করেন।

এছাড়া গত ২ অক্টোবর, ২০১৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ ফিরোজ সরকার প্রোগ্রাম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর সদরের সহকারী প্রোগ্রামার মোঃ রুবেল মিয়া। ◆

পঞ্চগড়ে 'আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান' কোর্স

নুরুল আমিন : পঞ্চগড় সদরে আইসিটি অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন' কর্মসূচির আওতায় ৭৮ দিনব্যাপী 'আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান' প্রশিক্ষণ কোর্স গত ২৯ অক্টোবর শেষ হয়েছে। স্থানীয় পাহাড়ভলী উচ্চ শিদ্যালয়ে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় গত ২৮ জুলাই, ২০১৯। কর্মসূচির সমাপনী ও সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিনা শবনম। অন্যান্যের মধ্যে আইসিটি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার নুরুল আমিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ◆

সিংড়া শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রকল্পের আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ

মোঃ শাহাদাত হোসেন : নাটোরে স্থাপিত শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার দুইটি। একটি নাটোর সদরের পুরাতন জেলখানায় এবং অন্যটি সিংড়া উপজেলায় অবস্থিত। নাটোর সদরের ট্রেনিং সেন্টারের ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবার পর বর্তমানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। অন্যদিকে সিংড়ায় স্থাপিত ট্রেনিং সেন্টারের ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণের চলমান রয়েছে।

বর্তমানে ৬ মাসব্যাপী দুইটি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে লিডস করপোরেশন লিমিটেড এবং ই-জেনারেশন লিমিটেড চারটি বিষয়ে মোট ৩০০ জন ফ্রিল্যান্সার হতে ইচ্ছুক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রদান করছে। বিষয়গুলো হলো-(১) ডিজিটাল মার্কেটিং (২) এসইও (৩) এডব ইন ডিজাইন এবং (৪) কোয়ার্ক এক্সপ্রেস।

লিডস করপোরেশন লিমিটেড তাদের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শুরু করে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, অন্যদিকে ই-জেনারেশন লিমিটেড তাদের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শুরু করে ১৯ অক্টোবর, ২০১৯। ◆

টাঙ্গাইলে প্রোগ্রামিং মক কন্টেস্ট

মোঃ নাঈম খান শুভ : জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে টাঙ্গাইল জেলার বাসাইলের শহীদ রওশন আলী খান মহাবিদ্যালয়ে গত ৬ নভেম্বর, ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রোগ্রামিং মক কন্টেস্ট। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীগণ। প্রতিযোগিতার ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করা হয় শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব। মোট ছয়টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। দলগুলো হলো-প্রত্যয় ৫২, ৩ বাঙালি, গ্রামীণ বাংলা, বাঘিনী ৩, অপ্রতিরোধ্য ৩, ও পিপীলিকা। প্রতি দলে ৩ জন করে মোট ১৮ জন প্রতিযোগী ছিল। এখানে পাঁচটি প্রবলেম সমাধান করতে দেয়া হয়েছিল, সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল ৩ ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে 'অপ্রতিরোধ্য ৩' দলটি ৩ টি প্রবলেম ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের মাথায় সমাধান করতে পারে। দলটি চ্যাম্পিয়ন হয়। অপর দল হিসেবে 'প্রত্যয় ৫২' ৩ ঘণ্টায় ২ টি সমস্যা সমাধান করতে পারে, যারা রানার্সআপ হয়। এছাড়া বাকি দলগুলো একটি করে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়। ◆

হাই-টেক পার্ক : বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের প্রবেশদ্বার

হোসনে আরা বেগম এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির জন্য বর্তমানে আইসিটি একটি সম্ভাবনাময় খাত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি জোরদার করার লক্ষ্য এবং ভিশন ২০২১-এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ২০১০ সালে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২ অবকাঠামো নির্মাণ করার পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন করাও এর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের ২৮ টি স্থানে হাই-টেক পার্ক/আইটি পার্ক/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করছে; যার মাধ্যমে বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান এবং আইটি সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি নিশ্চিত হবে।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর বাংলাদেশের প্রথম হাই-টেক পার্ক যার মোট আয়তন ৩৫৫ একর। এখানে ২টি ডেভেলোপার প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ১৯টি দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ভূমি উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করছে। ফলে বিনিয়োগকারীগণের জন্য এই পার্কে বর্তমানে পর্যাপ্ত রেডি স্পেস আছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলো সেখানে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, পিসি এবং বিভিন্ন এ্যাক্সেসরিজ উৎপাদন ও এসেম্বলিং করবে।

স্যামসাং, সিম্ফনি, বিজেআইটি, জেআর এন্টারপ্রাইজসহ আরও অনেক কোম্পানি সেখানে জমি বরাদ্দ নিয়েছে, যা আইটি স্নাতকদের জন্য বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। উল্লেখ্য ডাটা সফ্‌ট নামীয় প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে উৎপাদিত Water Tank Management System (IOT device) সৌদি আরবে রপ্তানি করেছে

সোলারিজ বিল্ডিং, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি

প্রশাসনিক ভবন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট

এমটিবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী

হয়েছে।

ঢাকার কারওয়ান বাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ার সফ্‌টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বাংলাদেশের প্রথম সফ্‌টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে এই পার্কে ১৬টি আইটি কোম্পানি সফলতার সাথে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে। আইটি সেক্টরের বিশেষ করে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নবীনদের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করবে। অন্যদিকে পার্কটি সিলেটের নিকটবর্তী ভারতের সেভেন সিস্টার রাজ্যসমূহের সাথে আইটি বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করবে। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ১৬২.৮৩ একর জায়গায় এই হাই-টেক পার্ক

বর্গফুট বিশিষ্ট ১০ তলা সিলিকন টাওয়ার, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও হাই-স্পিড ইন্টারনেট এর ব্যবস্থা থাকছে। প্রকল্পটি শেষ হলে আনুমানিক ১০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় আরও একটি ইনকিউবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে যা এখন ব্যবসায়িক

(সদর), কুমিল্লা (সদর দক্ষিণ), চট্টগ্রাম (সদর), কক্সবাজার (রামু) এবং সিলেট (কোম্পানীগঞ্জ)-এ আইটি/হাই-টেক পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য আইটি স্নাতকদের আইওটি/আইআর/ভিআর/মেশিন লার্নিং রোবোটিক্স ইত্যাদি উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ৫০ সদস্যের একটি দলকে জাপানে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

আইটি শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদের বিপুল চাহিদা মেটাতে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ৭টি জেলায় অবকাঠামো নির্মাণ চলছে, নাটোর সদরে ইতোমধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪টি জেলায় আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে এসএসসি এবং এইচএসসি সমমানের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন আইটিভিত্তিক প্রশিক্ষণে দক্ষ হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন প্রকল্পের লক্ষ্য তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) ক্ষেত্রের উদ্ভাবনী কার্যক্রম এগিয়ে নিতে এবং বিভিন্ন আইডিয়া বাস্তবায়ন করার জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে ১,২৬,০০০ বর্গফুট স্পেস সৃষ্টি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আইটি খাতের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করার ফলে এটি একাডেমিয়া এবং আইটি শিল্পের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

এবং বিজনেস অটোমেশন Kiosk Machine সংযোজনপূর্বক দেশীয় বাজারে (হাসপাতাল ও ব্যাংক সেক্টরে) বিপণন করছে। বাংলাট্রনিক্স, লিও আইসিটি কেবল এবং কেমেন অপটিক্যাল ফাইবার লিমিটেড দেশীয় বাজারের জন্য মোবাইল ফোন এবং কেবল সরবরাহ করছে। কালিয়াকৈর-এ ৩৬ একর জমি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আইসিটি শিল্পের সুষম বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যশোরে শেখ হাসিনা সফ্‌টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক-এ ব্যবসায়িক কার্যক্রম এরই মধ্যে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই পার্কে ৪৮টি আইটি কোম্পানিকে ফ্লোর স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যারা সফলতার সাথে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যশোরে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, বর্তমানে নারীরা কল সেন্টারসহ সফ্‌টওয়্যার শিল্পে কাজ করছে। স্টার্ট-আপদের জন্য এই পার্কে একটি ফ্লোর বরাদ্দ রাখা

শিল্প ভবন, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি

জনতা টাওয়ার সফ্‌টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা

শেখ হাসিনা সফ্‌টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

প্রসারের জন্য এবং নতুন ধারণা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ০১ (এক) বছরের জন্য জনতা টাওয়ার এ ১০ (দশ) টি স্টার্ট-আপ কোম্পানিকে বিনা মূল্যে স্পেস দেয়া হয় এবং আরো ৪০টি স্টার্ট-আপ কোম্পানিকে কো-স্পেস দেয়া হয়।

জীবনের সকল স্তরে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনে সরকার পরিকল্পিতভাবে আইটি ইকোসিস্টেম দাঁড় করাতে কাজ করে যাচ্ছে। সিলেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক দেশের তরুণদের, গড়ে উঠছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট-এ কাজ করার সুবিধার্থে বিভিন্ন জোনে ভাগ করা হয়েছে। এখানে আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, আইসিটি বিজনেস জোন, এডমিনিস্ট্রেটিভ জোন এবং অবকাঠামোর জন্য পৃথক জোন। এছাড়া প্রকল্প এলাকার একটি বড়ো অংশ জুড়ে থাকছে ওয়াটার বডি, যা এই হাই-টেক পার্কের শোভাবর্ধন করেছে বহুগুণে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্কটিতে সার্বক্ষণিক জেনারেটর সুবিধাসহ ২০ লক্ষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একেবারে প্রস্তুত। এখানে কাজ করার জন্য স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২ টি জেলা) প্রকল্পের আওতায় দেশের ১২টি জেলায় যথা: রংপুর (সদর), নাটোর (সিংড়া), খুলনা (সদর), বরিশাল (সদর), ঢাকা (কেরানীগঞ্জ), গোপালগঞ্জ (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), ময়মনসিংহ (সদর), জামালপুর

ওয়ান স্টপ সার্ভিস :

দেশি/বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দ্রুত সেবা প্রদান এবং কোনো ঝামেলা ছাড়াই সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ একটি অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল তৈরি করেছে। বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে ১৪৮টিরও বেশি সেবা চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে এই পোর্টালে অনলাইনের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ৭ (সাত) টি সেবা দেয়া হচ্ছে। অন্যান্য সেবাগুলোও শীঘ্রই অনলাইনে প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অর্জন ও সফল্য বিবেচনায় সম্প্রতি ISO 9001: 2015 সার্টিফিকেশন লাভ করেছে। আইটি কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ৮০টি আইটি/আইটিইএস কোম্পানিকে ISO & CMMiL3 প্রদানের জন্য অর্থায়ন করেছে এবং আরও দুটি বাংলাদেশী কোম্পানি CMMiL5 প্রশংসাপত্র

(বাকি অংশ ৭-এর পৃষ্ঠায়)

সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা এবং জনগণকে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানে সিসিএ

আবুল মানসুর মোহাম্মদ সারফ উদ্দিন

নিয়ন্ত্রক (যুগ্মসচিব), ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)

সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ, ই-কমার্স, ই-লেনদেন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ই-গভর্নেন্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) মোতাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে ২০১২ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authorities) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে নিরাপদ ই-গভর্নেন্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়েছে।

দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজন। এ জন্য সরকার ২০০৬ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯-এ ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সালে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু করা হয় যা ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিসিএ)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩)-এর ধারা ৮ অনুযায়ী সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ব্যবহারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

(বাকি অংশ ৬-এর পৃষ্ঠায়)

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ‘স্টার্টআপ বাংলাদেশ-iDEA’

সৈয়দ মজিবুল হক

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প

একটি দেশ অর্থনীতিতে অগ্রগতির জন্য ওই দেশের শিল্প, সামগ্রিক ব্যবসায়িক ব্যবস্থা, উদ্ভাবনী সংস্কৃতি, উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাদের ইকোসিস্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি ব্যবসায়িক পরিবেশ তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন নতুন নতুন উদ্ভাবন সৃষ্টি ও পরিচয় ঘটানো সম্ভব হয়। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হয়েছে। ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট আইসিটি খাতে রোল মডেল হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। তথ্য ও প্রযুক্তিকে দেশের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)' হল একটি অন্যতম উদাহরণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর অধীনে ২০১৬ সাল থেকে এই প্রকল্পটি ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অর্থনীতি এখন সুসংহত। দেশের ডিজিটালাইজেশন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা যদি প্রযুক্তিনির্ভর ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে চাই, তাহলে ডিজিটাল

(বাকি অংশ ৭-এর পৃষ্ঠায়)

CHAPTER
STUDENT TO
STARTUP

ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯

নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানে সিসিএ

(৫ম পৃষ্ঠার পর) এর ফলে ধীরে ধীরে সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

সিসিএ কার্যালয় হতে ০৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ০৬টি সিএ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করছে। এ সংস্থা কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রমে পরিচিতি প্রতিপাদন (Authentication), তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫ ধারায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়নের বিধান করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯, ২০১৫ ও ২০১৮-এর কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সরকারি দপ্তরসমূহে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ই-গভর্নেন্সে

ডিজিটাল বা
স্বপ্ন পূরণ: তথ্য ও
কর্মশালা

হয়েছে। ইতোমধ্যে ই-টিআইএন, a2i এর ই-নথি, বিভিন্ন ব্যাংক এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন Admit Card-এ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও ই-ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন, ই-পাসপোর্ট, অনলাইন ব্যাংকিং, অনলাইন ডকুমেন্ট ট্রান্সফার, অনলাইন শিক্ষা সনদ যাচাই প্রক্রিয়া পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সিসিএ কার্যালয়ের পিকেআই প্রকল্পের আওতায় পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। বিশ্বমানের 'পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেম' স্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনে এবং তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীর তথ্য যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের NID ডাটাবেজের সঙ্গে VPN সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

মামলা তদন্তের সুবিধার্থে অপরাধের আলামত সংরক্ষণ ও অনলাইনে অপরাধী তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্তকরণের জন্য সিসিএ কার্যালয়ে Digital

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তিতে প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপিকে সিসিএ কার্যালয়ের পক্ষ হতে অভিনন্দন জানাচ্ছেন নিয়ন্ত্রক, সিসিএ

উত্তরণের লক্ষ্যে অনলাইন কার্যক্রম, যেমন: সফ্টওয়্যার উন্নয়ন, অনলাইনে নাগরিক আবেদন গ্রহণ ও সেবা প্রদান, অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স ও নিবন্ধন কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সিসিএ কার্যালয়ের মূল কার্যক্রম:

১। সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ)-এর নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলী।

২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এবং তথ্যপ্রযুক্তি (সিএ) বিধিমালা ২০১০ অনুসারে সিএ লাইসেন্স ইস্যু, বাতিল এবং স্থগিতকরণ।

৩। Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৪। PKI-এর জন্যে বিধি বিধান, অনুসৃতব্য কর্মপন্থা (Guide line) প্রণয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ।

৫। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) অনুসারে সাইবার অপরাধ তদন্তপূর্বক সাইবার ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন।

৬। আইটি অডিটের জন্য অডিট ফার্ম নির্ধারণ।

৭। তথ্যপ্রযুক্তি (সিএ) বিধিমালা ২০১০ অনুসারে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এর মূল্য নির্ধারণ।

এ পর্যন্ত অর্জন :

- ০৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সিএ হিসাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কারিগরি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে সিএ সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছে। এই ০৬টি সিএ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে ই-টিআইএন, a2i এর ই-নথি, বিভিন্ন ব্যাংক এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন Admit Card-এ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক ইতিমধ্যে তাদের স্ব-স্ব ওয়েব সাইট ও ব্যক্তি পর্যায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার শুরু করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত একটি কর্মসূচির আওতায় সরকারি কর্মকর্তার মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ পর্যন্ত প্রায় ২৫৮০০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট-এর ব্যবহার এবং সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এ সাইবার অপরাধের শাস্তির বিধান রয়েছে এবং এধরনের অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এধরনের অপরাধের বিচারের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের আওতায় ২০১৩ সালে ঢাকায় একটি সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের পিকেআই প্রকল্পের আওতায় পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। বিশ্বমানের 'পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেম' স্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনে এবং তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- পিকেআই প্রকল্পের আওতায় ৮০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে PKI এবং Forensic বিষয়ে দেশে এবং বিদেশে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যকে সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং সাইবার ফরেনসিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীর তথ্য যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের NID ডাটাবেজের সঙ্গে VPN সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- জন্ম নিবন্ধন, ই-নথি, আরজেএসসি এবং ই-টিআইএন ইত্যাদি সেবায় ইতোমধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র, ই-জিপি ইত্যাদি সেবায় ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- অপরাধের আলামত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও অপরাধী শনাক্তকরণের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (তদন্ত) বিধিমালা-২০১৭-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যার অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টারঅপারেবিলিটি গাইডলাইন, ২০১৮, সিএ নিরীক্ষার গাইড লাইন, ২০১৩, বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০১৩ প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ ই-গভর্নেন্স চালু করা সম্ভব হবে।
- টাইম স্ট্যাম্পিং সার্ভিসেস গাইডলাইনস ফর সার্টিফাইং অথরিটিজ, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের নিমিত্ত সরকারি ই-মেইল নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিক গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সাইবার নিরাপত্তা সেলের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এই ল্যাবের মাধ্যমে সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলার তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে।
- মামলা তদন্তের সুবিধার্থে অপরাধের আলামত সংরক্ষণ ও অনলাইনে অপরাধী তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্তকরণের জন্য সিসিএ কার্যালয়ে Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) নামে একটি অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয়ে অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ তাদের ছুটির আবেদন করতে পারেন।
- সাইবার অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহ যথাযথভাবে জব্দকরণ, হস্তান্তর, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ ও ফরেনসিক পরীক্ষাগারে প্রেরণের জন্য চেইন অব কাস্টডি ফরম প্রবর্তন করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয় OIC-CERT-এর সদস্য পদ লাভ করেছে।
- National Portal-এর আওতায় এ কার্যালয়ের ওয়েব সাইট চালু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পিকেআই ফোরাম (BPKIF) গঠন করা হয়েছে। এটি ইতোমধ্যে এশিয়া পিকেআই কনসোর্টিয়াম (APKIC)-এর সদস্যপদ লাভ করেছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের 'পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। চলতি বছরে ১০টি মামলার ৩৫টি আলামতের ফরেনসিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে মামলার প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৫টি মামলার ফরেনসিক কার্যক্রম চলমান আছে।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। নারীদের সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে গার্লস স্কুলে 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালাগুলোতে ৮ম-১০ম শ্রেণির প্রায় ৩৫৩০০ জন ছাত্রীকে হাতে কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কর্মশালার মাধ্যমে সাইবার অপরাধ ও এর সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে বিচরণের কৌশলসমূহ, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়, সহায়তা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নম্বর এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হয়। বর্তমানে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি/উদ্যোগ:

১। সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান প্রকল্প (১লা জুলাই, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০)।

২। 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ।

৩। সরকারি কর্মকর্তাদের ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ।

৪। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; যেমন ছুটি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন, প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অটোমেশন।

সিসিএ কার্যালয়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি :

মানব সম্পদ উন্নয়ন :

পিকেআই প্রকল্পের আওতায় ৮০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে PKI এবং Forensic বিষয়ে দেশে এবং বিদেশে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যকে সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং সাইবার ফরেনসিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি তথ্যের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির আওতায় এ কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ও জেলা-উপজেলায় কর্মরত ২৫,৮০০ জন সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭০০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নারীদের সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষে সারাদেশের ৮টি বিভাগের ১২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। কর্মশালাগুলোতে ৮ম-১০ম শ্রেণির প্রায় ৩৯,০০০ জন ছাত্রীকে হাতে কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মশালার মাধ্যমে জানতে পেরেছে সাইবার অপরাধ ও এর সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে বিচরণের কৌশলসমূহ, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়, সহায়তা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নম্বর এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরও ১০,০০০ জন ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ই-গভর্নেন্স :

সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে ই-কমার্স, ই-লেনদেন, ই-গভর্নেন্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ বাস্তবায়ন, ২০১৩, বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০১৩ প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫, টাইম স্ট্যাম্পিং সার্ভিসেস গাইড লাইনস ফর সার্টিফাইং অথরিটিজ, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টারঅপারেবিলিটি গাইডলাইন, ২০১৮, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের নিমিত্ত সরকারি ই-মেইল নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিক গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। জন্ম নিবন্ধন, ই-নথি, আরজেএসসি রেজিস্ট্রেশন এবং ই-টিআইএন ইত্যাদি সেবায় ইতোমধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র, ই-জিপি ইত্যাদি সেবায় ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া

Evidence Management & Reporting System (DEMRS) নামে একটি অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ে অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ তাদের ছুটির আবেদন করতে পারেন।

সিসিএ কার্যালয়ের 'পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। চলতি বছরে ১৪টি মামলার ৫১টি আলামতের ফরেনসিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে মামলার প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হয়েছে।

আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন :

সিসিএ কার্যালয়ের 'পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। চলতি বছরে ১৪টি মামলার আলামতের ফরেনসিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে মামলার প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পিকেআই ফোরাম (BPKIF) গঠন করা হয়েছে। এটি ইতোমধ্যে এশিয়া পিকেআই কনসোর্টিয়াম (APKIC)-এর সদস্যপদ লাভ করেছে।

তথ্য আদান-প্রদানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহার : দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা এবং জনসাধারণকে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানে সহায়তা করা সিসিএ কার্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সিসিএ কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হলো সাইবার অপরাধ ও অনিরাপদ তথ্য-উপাত্ত। এসব সাইবার অপরাধ দমন এবং তথ্য-উপাত্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই গণমাধ্যমকে সাথে নিয়ে সাইবার অপরাধ মোকাবেলার মাধ্যমে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশই সবার কাম্য।

◆

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা: আগামী ২, ৫ বছর এবং পরবর্তী ১০ বছরের প্ল্যানিং ও ভিশন/রোডম্যাপের ছক :

	আগামী ২ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ	আগামী ৫ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ	আগামী ১০ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ
ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট	১। সরকারি অফিসের অনলাইন সেবায় যেমন, ই-জুডিশিয়ারি, ই-মেইল যোগাযোগ, ই-জিপি, জাতীয় পরিচয়পত্র, e-Tax, e-VAT, বন্দরসমূহের কার্যক্রম, যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ইলেক্ট্রনিক গেজেট ইত্যাদিতে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ। ২। Root CA-এ কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত। ৩। NBR, Bangladesh Bank, RJSC কে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনে আস্থায় আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ। ৪। ই-সাইন প্রবর্তন করা। ৫। দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ৫০০ মাস্টার ট্রেইনার তৈরি।	১। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সকল অনলাইন সেবা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রচলন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ। ২। NBR, Bangladesh Bank, RJSC-এর সকল সেবায় বাধ্যতামূলক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের প্রচেষ্টা গ্রহণ। [চালু করা গেলে বার্ষিক প্রায় ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব আহরণ করা সম্ভব]	১। দেশের সকল অনলাইন সেবা ও ওয়েবসাইটে বাধ্যতামূলক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তন। [চালু করা গেলে বার্ষিক প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আহরণ করা সম্ভব]
সাইবার নিরাপত্তা ও সমন্বয়	১। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ২। দেশি ও বিদেশি এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ। ৩। পলিসি নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ। ৪। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-কে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ। ৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশের সাথে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ।	১। সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতন করা। ২। দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও এক সাথে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। ৩। সাইবার ঝুঁকি নিরসনে গবেষণা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা। ৫। দক্ষ জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	১। সাইবার ঝুঁকি নিরসনে বিশ্বমানের দক্ষ জনবল ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
সাইবার অপরাধের তদন্ত ও ফরেন্সিক ল্যাব	১। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল প্রস্তুত করা। ২। Digital Evidence Management & Reporting system (DEMRS) সেবা চালুকরণ। ৩। তথ্যপ্রযুক্তি (তদন্ত) বিধিমালা ২০১৯ প্রণয়ন। ৪। বৈদেশিক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট-এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন। ৫। সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধিমালা প্রণয়ন। ৬। সাইবার ট্রাইব্যুনালের সক্ষমতা বৃদ্ধি। ৭। সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।	১। ফরেন্সিক ল্যাব এর আধুনিকায়ন। ২। Cyber Crime Investigation এর জন্য বিশ্বমানের জনবল প্রস্তুত। ৩। সকল বিভাগীয় শহরে সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা।	১। আন্তর্জাতিক মানের Cyber Crime Investigation Team তৈরি। ২। সকল জেলায় সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা। ৩। Cyber Crime Investigation এর জন্য গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা।

Digital Bangladesh: A Reality

Tonmoy Ahmed

Co-ordinator, Centre for Research and information, CRI

In 2009, Bangladesh has entered an era which has drastically changed the everyday life of the general people. Vision 2021, a vision to take the country to a destination no one ever dared to dream. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina laid out the plan to make Bangladesh a prosperous, free of hunger and poverty and a nation with quality living standard. The major tool of this Vision 2021 plan is the Digital Bangladesh approach. Since 2009, Bangladesh has come a long way in this journey of a technologically advanced nation. Driven by widespread digitization in the public and private sectors, the country has seen exponential growth in its internet connectivity, mobile phone usage, IT export earnings and use of ICT in education and accessibility of public services. ICT training by the Government has opened a new horizon in youth employment through outsourcing.And we didn't stop there. We now have our presence in the outer space with the first ever satellite of Bangladesh, the Bangabandhu-1 Satellite. This article looks at the progresses we have made in realizing the vision of Digital Bangladesh and our way forward to a developed Bangladesh with the help of technology and innovation.

Export Oriented Sector

Since 2009, the speed of development of the ICT sector was visible, maintaining the momentum unleashed. The dream of a Digital Bangladesh has quickly turned into a reality. Bangladesh has been putting its mark in outsourcing sector with the various initiatives from the government. Under the Leveraging ICT (LICT) project, around 33,000 were trained and more than 10,500 were trained in advanced IT skills for top level IT officials. Government has also taken initiatives to train rural women with ICT knowledge so that they can earn money despite being at home. Women ICT Frontier Initiative and She-Power project are the most notable among them. Government didn't left the indigenous people behind from the rapidly growing sector. More than 30,000 indigenous people who are living in metropolitan areas are receiving training in different trades of ICT. Due to this initiatives, this sector making its mark in Bangladesh's export income. Till 2017, Bangladesh has earned more than $800 million from exporting ICT based goods. The budgetary allocation in ICT stands at US$4.8 billion this year. Digital education has been made compulsory for the students of primary and secondary levels and till today, around 200,000 educational institutions have multimedia labs equipped with proper machineries and technologies.

Infrastructure for ICT

Aiming to change the course of national growth, projects are well underway for construction of a good number of infrastructure facilities. To ensure world class IT infrastructure in Bangladesh, the government has a plan to establish a high-tech park, an IT park and a software technology park in every district gradually. In the first phase, Bangladesh Hi-Tech Park authority has installed 28 hi-tech/software technology parks. Sheikh Hasina Software Technology Park in Jashore, Janata Tower Software Technology Park in Dhaka, Sheikh Kamal IT Training and Incubation Center in Natore are already in operation. More than 66 businesses are now active in Sheikh Hasina Software Technology Park in Jashore and Janata Tower Software Technology Park in Dhaka. A total of 15 hi-tech parks are in the pipe line. Also, the government is constructing an 'Electronic City' in Sylhet's Companyganj which will create employment for around 45,000 people. The Government has also plans to set up a 'Silicon City' in Rajshahi and an IT Village in Mohakhali, Dhaka. Government has also given nod to establish an academy to provide assistance for the IT innovators and business entrepreneurs. The Government also has plans for setting up 7 more IT training and incubation centers across the country. Bangladesh has also established a world class data center in Gazipur. The Tier IV Data Center is believed to be one of the biggest in the world.

Digital Connectivity

The number of internet users in Bangladesh has grown at an astonishing rate. In 2006, there were only 1.5 million internet users in the country. Now that number has gone up to almost 99.5 million. Bangladeshis use a range of mediums for accessing the internet, including mobile internet, wireless broadband and fixed broadband facilities. Of the three types, mobile internet is the most pervasive with more than 93.8 million users at the end of October, 2019. The number of mobile users has grown exponentially in the last ten years. 99% people and 95% geographic area of Bangladesh have been brought under mobile telecommunications service and network coverage. For the first time, the three districts of Chittagong Hill Tracts (Khagrachari, Bandarban and Rangamati) have also been brought under mobile network.The teledensity has exponentially increased to 98.6 percent which was 34.5% in 2008.

Bangladesh in space

In 2018, Bangladesh has entered the space era by launching the Bangabandhu-1 Satellite. This step will result in a massive boost in telecommunication and connectivity. Bangladesh has 700 unios who does not have access to internet. Through this satellite, government will be able to connect these areas with broadband internet network. This geostationary satellite will enable Bangladesh to predict natural calamities more accurately and the national emergency services will remain active in time of any unexpected natural disasters when traditional telecommunication network systems tend to collapse.

This geostationary satellite will enable Bangladesh to predict natural calamities more accurately and the national emergency services will remain active in time of any unexpected natural disasters when traditional telecommunication network systems tend to collapse.

Currently we have to depend on ground stations for natural disaster warnings. Bangladesh has been fighting the natural disasters successfully and this satellite will help in taking more accurate precautions as well as providing assistance in affected areas.

Government is also targeting to earn a huge amount of foreign currency by selling the satellite's transponder to other countries. It will also save the amount of currencies spent by local television channels to broadcast using foreign satellites. Currently, there are 37 television channels in Bangladesh who spend around $14 million per year for using transponders of Apstar-7 and Asia set satellites.

Bangbandhu- 1 satellite will also make people's access to worldwide TVs faster and easier. It will make video distribution easier as well enabling broadcasters to effortlessly distribute their content to intermediaries like cable TV network operators or re-broadcasters like DTH operators.

ICT in Public Services

The main goal of Digital Bangladesh was to take the public services to people's doorsteps. The government is achieving the goal through a number of services. In 2017, Bangladesh launched a toll-free national emergency helpline '999' for immediate needs in the case of any accident, crime, fire or ambulance. The service is open round the clock and can be availed even at zero-balance. Till November 2018, 1.3 million calls were responded.With 463 employees, the national help desk is now capable to respond to 60 calls every minute. To ensure prompt response, authority has set up 999 sets in 200 police stations. Government also launched 333 call center to provide citizens with information on procedures of receiving public services.Also, citizens can now inform about and complain against different social problems, and get response from Deputy Commissioners and Upazila Nirbahi Officers themselves.

To bring agricultural services to farmer's doorstep and expanding e-agri services more easily government has developed a digital platform named Krishi Batayon (Agri Portal). Krishok Bondhu call centre service has also been established to provide agriculture related advices and services. More than 67,000 components of information have been inserted in the portal. A judiciary portal and E-Court System has also been established. The Judiciary Portal is designed to reduce gap between people and the system. Currently, the portal is being implemented in the Supreme Court, 69 lower courts and 8 tribunals. Government has also developed an E-Court system where executive magistrates of mobile courts can operate the services through online system. Seizure list making, complaint filing, charges filing, taking deposition can be done through E-Court system. In land management, mutation is an important and people-friendly service. Every year almost 2.2 million mutation cases are filed. These cases are time consuming, expensive and in most cases corruptive. Through the online E-Mutation service government is reducing the time and cost to solve these cases and eliminating corruption in this sector. To date, through this system, 160 thousand mutation cases have been resolved. It has already been installed in 61 districts and 321 upazilas. Within 2019, every upazilla will have E-Mutation system. ◆

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার (৭টি স্থানে)

হাই-টেক পার্ক

(৫ম পৃষ্ঠার পর) অর্জন করেছে।

আইসিটি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ জ্ঞানভিত্তিক হাই-টেক শিল্প স্থাপনের জন্য বিশ্বমানের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি, পার্কের শীর্ষস্থানীয় আইটি কোম্পানিগুলোকে আরো দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করছে। হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগকারীদের বর্তমানে ১৪ ধরনের প্রণোদনা সুবিধা দেয়া হচ্ছে। আইটি/আইটিইএস এবং হাই-টেক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধি আনয়নে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ◆

‘স্টার্টআপ বাংলাদেশ-iDEA’

(৫ম পৃষ্ঠার পর) বাংলাদেশের বিকল্প নেই।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি আইসিটি খাতে প্রশিক্ষণ ও মেনটরিং-এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে iDEA প্রকল্প। এছাড়া iDEA প্রকল্প তার স্টার্টআপ বাংলাদেশ ব্যানার নিয়ে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে স্টার্টআপ সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। আজকের তরুণ উদ্যোক্তারাই আগামীতে সারাবিশ্বে নেতৃত্ব দিবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সার্বিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল করা সম্ভব হলে এবং তরুণরা তাদের উদ্ভাবনী ভাবনাগুলোর সঠিক চর্চা নিশ্চিত করতে পারলে আজকের এই উদ্যোক্তারা তথা স্টার্টআপরাই বিভিন্নভাবে নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণে আরো অধিক উৎসাহিত হবে। ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের বিকাশের জন্য এবং উদীয়মান উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ নিশ্চিত করে তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ, মেনটরিং, গ্রুমিং, ব্রান্ডিং, কো-ওয়ার্কিং স্পেস প্রদান করা সহ কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এর সাথে মানিয়ে নিতে এবং তাদের তৈরি করতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তা বাস্তবায়নেই কাজ করছে 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)'।

বাংলাদেশে একটি উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তাবান্ধব সংস্কৃতি তৈরি করার লক্ষ্যে এই একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত প্রায় ১১০ টি স্টার্টআপকে বাছাই করে মোট ১০,৩০,০০,০০০ (দশ কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রথম কিস্তিতে ১০০টি স্টার্টআপকে ৫২৭.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে স্টার্টআপদেরকে প্রি-সিড স্টেজে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কিস্তিতে অনুদান প্রদান করা হয়। এদিকে, গত ১৯ আগস্ট ২০১৯ সোমবার মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত বৈঠকে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড নামে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোম্পানিটির সার্বিক প্রয়োজনীয়তা এবং যুগোপযোগিতা বিবেচনা করে এর নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেন। কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে স্টার্টআপদেরকে মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে সীড এবং গ্রোথ রাউন্ডে যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১ কোটি এবং ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে। বাংলাদেশে একটি টেকসই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে সরকারি মালিকানায় প্রথম ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি হিসেবে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড মুখ্য ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের কাজকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ ছাড়া টার্গেটেড ইনভেস্টমেন্ট, কো-ইনভেস্টমেন্ট, গাইডেড স্টার্টআপ স্টেজেও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করা হবে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইকুইটির শেয়ার/কনভারটিবল ডেট গ্রহণের লক্ষ্যে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টের জন্য Startup Bangladesh Ltd. নামে একটি কোম্পানি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বর্তমানে প্রায় ৪০টি স্টার্টআপকে কো-ওয়ার্কিং স্পেস প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প থেকে অর্থায়ন করা ৮৯টি স্টার্টআপকে হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭-তে স্টার্টআপদের আনুষ্ঠানিকভাবে অনুদান প্রদানসহ দেশি-বিদেশি স্পীকার কর্তৃক ৪টি সেমিনার করা হয়। এছাড়া স্টার্টআপ জোনে ৪০টি স্টার্টআপদের প্রদর্শনীর জন্য ৪০টি স্টার্টআপ বুথ তৈরি ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন করা হয়। সম্প্রতি সমাপ্ত হওয়া 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯'-এ কো-অর্গানাইজার হিসেবে অংশ নেয় আইডিয়া (iDEA) প্রকল্প এবং স্টার্টআপদের জন্য বুথ ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন করে ব্যাপক প্রচারণা করা হয়। এই এক্সপোতে স্টার্টআপদের নিয়ে একটি অগমেন্টেট রিয়েলিটি বেইসড প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও বের করা হয়েছে যেখানে স্টার্টআপদের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। এরই মধ্যে 'আইডিয়া বেসিক ১০১' নামক একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। গত ৩১ অক্টোবর ২০১৯ বৃহস্পতিবার আইসিটি টাওয়ারে অনুষ্ঠিত হয় আইডিয়া প্রকল্পের স্টার্টআপদের নিয়ে আয়োজিত 'বাংলাদেশ স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম : চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি সেমিনার ও আইডিয়া বেসিকস ১০১ এর সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। এর বাইরে আইডিয়া প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রায় ৩৫টি ইভেন্ট, ২৫টি ওয়ার্কশপ, ৫টি ন্যাশনাল প্রোগ্রাম এর সাথে বিভিন্নভাবে আয়োজক পার্টনার হিসেবে অংশগ্রহণ করে এই প্রকল্প। দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরি এবং উদ্যোক্তা সংস্কৃতি উন্নয়নসহ তরুণ স্টার্টআপদের সুবিধায়নের লক্ষ্যে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রাম' আয়োজন করা হয় 'স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ' প্রোগ্রামের মাধ্যমে। ইতোমধ্যে স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ এর ১ম ও ২য় চ্যাপ্টার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে যেখানে ১ম চ্যাপ্টারে প্রায় ২২০০ এবং ২য় চ্যাপ্টারে প্রায় ২৫০০ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার হাজারের উপরে আবেদন জমা পড়ে। এ বছরেই প্রথমবারের মত 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)' দেওয়া হয়। স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ-এর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সেরা ১০ স্টার্টআপকে 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)' পুরস্কৃত করা হয়।

অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড-এর মাধ্যমে বিশেষ অবদানের জন্য 'অ্যাসোসিও' আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড সম্মাননা পায় এই প্রকল্প। গত ১২ নভেম্বর ২০১৯, মঙ্গলবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের কানেকশন কনফারেন্স অ্যান্ড ইভেন্ট সেন্টারে আয়োজিত ২০১৯ ASOCIO-PIKOM DIGITAL SUMMIT-এ এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তিতে এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম সংগঠন 'এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও)' আইসিটি এডুকেশন ক্যাটাগরিতে এই আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

এই প্রকল্প থেকে বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা রয়েছে। শিক্ষার্থী, তরুণ এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে এই প্রকল্পটি অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের দ্বারা আয়োজন করছে নানারকম সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জনসম্পদকে অধিকতর দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন-স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, আইওটি, ব্লক চেইন, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যুগোপযোগী সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ থাকছে পরিকল্পনায়। স্টার্টআপদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায় ১৬টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে এই বছরে এবং একই সাথে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও সেমিনার, গবেষণামূলক কার্যক্রম, ইন্টারন্যাশনাল রোড শো-সহ নানা প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

এ সকল কার্যক্রম দেশের একটি টেকসই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে সকলেই আশাবাদী। দেশীয় স্টার্টআপদের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে হলে এ সকল গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিকল্প উপায় নেই। তাই 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)' ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই লক্ষ্যে কাজের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে এই প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের মানুষের উদ্ভাবনকে বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার, দেশীয় অর্থনীতির গতি বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পখাতকে নতুন পরিচয়ে পরিচিত করাতেই এর চূড়ান্ত সার্থকতা প্রকাশ পাবে। ◆

লেখা আহ্বান

আইসিটি নিউজলেটারের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে অনধিক ৫০০ (পাঁচ শত) শব্দের মৌলিক রচনা কিংবা সংবাদ সাদরে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজন হলে লেখা ছবিসহ পাঠানো যাবে। লেখা লেখকের নাম-ঠিকানাসহ সরাসরি, ডাকযোগে অথবা ই-মেইলে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্য নয়। প্রকাশিত উন্নত মানের লেখা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মনোনীত হলে যথাযথ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক, আইসিটি নিউজলেটার, আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১১০১, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮১৮১১০২ মোবাইল : ৮৮-০১৭১১১৬৬০২৮
ictnewsletter2017@gmail.com, jahedi6076@gmail.com, Web: www.doict.gov.bd

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের সাফল্য ও অর্জন

ড. খন্দকার আজিজুল ইসলাম
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে বদ্ধপরিকর। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা হবে। বর্তমানে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে বিনোদনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে চলেছে। ফলে জীবন যাপন পদ্ধতির পাশাপাশি পরিবর্তন হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাও। সকলের জন্য ন্যায়পরায়ণতা, সম-সুযোগ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, গুণগত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা এবং তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ-এর পরামর্শে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এ বিভাগের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

স্বনির্ভর ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সরকার নানাবিধ প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্মসূচির সুফল দেশের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে সরকারের সাফল্য ও অর্জনসমূহ:

- ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট প্রকল্প এর মাধ্যমে দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানসহ তথ্যপ্রযুক্তি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল সরকারি অফিসসমূহকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
- ইনফো সরকার প্রকল্প এর আওতায় জেলা ও উপজেলার কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইনফো সরকার ৩ প্রকল্পটি বাংলা গভনেট ও ইনফো-সরকার-২ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় উপজেলা হতে ২৬০০টি ইউনিয়নে প্রায় ২০,০০০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে অপটিক্যাল ফাইবারের সংযোগ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এতে প্রান্তিক পর্যায়ে জনগণ ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আসবে।
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সারা দেশে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি পার্ক/আইটি ভিলেজ/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে। এর মধ্যে ০৩টি হাই-টেক পার্ক কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ১৩টি আইটি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি সফ্টওয়্যার পার্ক হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আইসিটি শিল্পের সুষম বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-এর মাধ্যমে যশোরে 'শেখ হাসিনা সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ৪৮টি আইটি কোম্পানি কাজ করছে।

- ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি' স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি বিনিয়োগ করছে।
- সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ১৬৩ একর জমিতে 'সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি' এবং রাজশাহী জেলা সদরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।
- ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ ১২ তলা বিশিষ্ট জনতা টাওয়ারে কানেক্টিং স্টার্টআপ ও সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। জনতা টাওয়ার সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ১৮টি আইটি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- নাটোর জেলায় পুরাতন জেলখানায় 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' এর স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৮০ জনকে বিভিন্ন আইটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- 'লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প'-এর আওতায় সারাদেশে প্রায় ৩৯,০০০ জন তরুণ-তরুণীকে বিভিন্ন মেয়াদে আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- Establishing Digital Connectivity (EDC)' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ (এক) লক্ষ ৯ (নয়) হাজার কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রে পোস্ট অফিস, কমিউনিটি ক্লিনিক, মাদ্রাসা, কলেজ, প্রান্তিক পর্যায়ের স্কুল অপটিক্যাল ফাইবার অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভাব্য প্রযুক্তির মাধ্যমে কানেকটিভিটি প্রদান এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৫৫০টি সরকারি অফিসে LAN (Local Area Network) স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশের জন্য 'Leveraging ICT for growth, Employment and Governance' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের জন্য ৩০,০০০ দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- 'মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প' এর আওতায় ৫টি বিষয়ে ১৬,১০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩৮টি মোবাইল অ্যাপস ও গেইম টেস্টিং ল্যাবের মধ্যে ২৫টি ল্যাব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩টি ল্যাবের কাজ চলমান রয়েছে।
- প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকগণ দেশব্যাপী পরিচালিত ডিজিটাল সেন্টার থেকে ৩২৫ মিলিয়নের অধিক সেবা গ্রহণ করছে।
- ইন্টারনেট ব্র্যান্ডউইথের দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে ২০০৮ সালের ২৭০০০.০০ টাকা প্রতি এমবিপিএস হতে বর্তমানে ৪৫০ টাকায় নির্ধারণ করে জনগণের নাগালের মধ্যে আনা হয়েছে। এর ফলে ইন্টারনেটের ব্যবহার ২০০৮ সালের ৯.৩ জিবিপিএস থেকে বেড়ে বর্তমানে ৫৬৫ জিবিপিএস-এ দাঁড়িয়েছে।
- উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য 4G মোবাইল সেবা চালু করা হয়েছে।
- ব্র্যান্ডউইথের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে দেশকে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল SEA-ME-

---

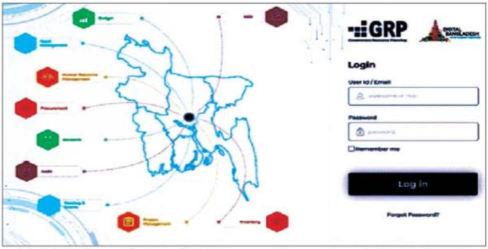

ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নাধীন GRP (Government Resource Planning)-এর বর্তমান লগইন পেইজ

বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি

ড. অশোক কুমার রায়
প্রকল্প পরিচালক

ভূমিকা : ভিশন ২০২১ এর অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। যা আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবিক অর্থে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, ই-গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ–এই চারটি প্রধান স্তম্ভকে ভিত্তি করে বাস্তবায়ন হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার অফিস অটোমেশন সিস্টেম সমন্বিত করার প্রয়োজনে ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি সফ্টওয়্যার তৈরির একটি অবকাঠামো জরুরি বলে বিবেচিত হয়। এখানে ওপেন সোর্স লাইসেন্স ফ্রি ডেভেলপমেন্ট সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি কাস্টমাইজড্ ইআরপি সফ্টওয়্যার তৈরি এবং এর ব্যবহারের মাধ্যমে একটি অনন্য বাংলাদেশ ব্র্যান্ড গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্প গ্রহণ :

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর আওতায় বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্প গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়। সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সঠিক ও সহজলভ্য প্লাটফরম এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে বাস্তবায়ন করা এবং ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির দক্ষতা বৃদ্ধি করাকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সফ্টওয়্যারটির উন্নয়নে পাইলট প্রকল্পটি গত জুলাই ২০১৬ খ্রি. পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ২৫ জুন, ২০১৯ খ্রি. তারিখে গৃহীত হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- সরকারের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক ই-গভর্নমেন্ট পদ্ধতি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা
- সহজলভ্য যথোপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পরিকল্পনা বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের রিসোর্সসমূহের জন্য একটি ইআরপি সল্যিউশন তৈরি করা যা পরবর্তীতে সরকারের অন্য সকল দপ্তরে ব্যবহার করা যায় ;
- ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে স্থানীয় আইসিটি শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি / উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের কর্মপরিধি :

- ইআরপি বাস্তবায়ন এবং এর সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য TOR প্রস্তুত করা;
- ইআরপি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের অনুসরণের জন্য ইআরপি বাস্তাবায়ন কৌশল, ধারণা এবং নীতিমালা নির্ধারণ;
- টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক, পাওয়ার ডিজাইন;
- নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মূল্যায়নের লক্ষে সমন্বয় করা;
- সরকারের সর্বস্তরে ইআরপি বাস্তবায়নে ক্লাউডে সম্ভাব্য হোস্টিং-এর জন্য ভৌত অবকাঠামো যাচাই করা;
- হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ক্রয় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা;
- সফ্টওয়্যার টেস্টিং পরিকল্পনা এবং টেমপ্লেট তৈরি করা;
- টেমপ্লেটসহ চুক্তির প্রক্রিয়া প্রস্তাবনা এবং তৈরি করা;

প্রকল্পের ফলাফল :

- বতর্মানে পরিচালিত সরকারি নেটওয়ার্ক প্রকল্প থেকে প্রযুক্তিনির্ভর সম্ভাব্য সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হবে-
- Bangla Gov Net, Info-Sarker, iBUS++, PMIS ইত্যাদি প্রকল্পের বিবরণ ও তথ্য শেয়ার করা;
- নিরবচ্ছিন্ন তথ্য শেয়ার নিশ্চিত করে সাধারণ সরকারি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার BNDA ব্যবহার।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা :

- বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় আইসিটি বিভাগের ৬টি সংস্থা/দপ্তর যথাক্রমে-১) আইসিটি বিভাগ, ২) বিসিসি, ৩) সিসিএ, ৪) আইসিটি অধিদপ্তর, ৫) হাই-টেক পার্ক ও ৬) এটুআই এবং পরিকল্পনা বিভাগের ৪টি দপ্তর/সংস্থা, যথাক্রমে-৭) পরিকল্পনা বিভাগ, ৮) পরিকল্পনা কমিশন, ৯) বিআইডিএস ও ১০) এনএপিডি-সর্বমোট ১০টি প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়টি ইআরপি মডিউল নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- প্রকল্পের মনোনীত পরামর্শক BRTC (বুয়েট) ও IBA (ঢাবি) গত ০৮ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি. তারিখ থেকে নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত পরিকল্পনা বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের মোট ৯ (নয়) টি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা বা রিকোয়ারমেন্ট এনালাইসিস করে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য সার্বজনীন প্রয়োজনীয় মোট ৯ (নয়) টি মডিউল এর ফাংশনাল স্পেসিফিকেশন ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করেন। এই ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট-এর মাধ্যমে জিআরপি'র নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে ৯টি মডিউল নির্ধারণ করা হয়।
- প্রকল্পভুক্ত মডিউলসমূহ প্রায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায়-এর চাহিদা রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কাস্টমাইজেশনপূর্বক সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থায় এটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে। মডিউলসমূহ হ'ল: ১) ইভেন্ট এবং মিটিং, ২) ইনভেন্টরি, ৩) এসেট, ৪) প্রকিউরমেন্ট, ৫) একাউন্টিং, ৬) অডিট, ৭) বাজেট, ৮) হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং ৯) প্রজেক্ট মনিটরিং।
- প্রকল্পের নির্মাণাধীন ইআরপি সল্যিউশনটি পরবর্তীতে সরকারের অন্য সকল দপ্তরে ব্যবহার করার লক্ষ্যে গত জানুয়ারি ২০১৮-এ বাংলাদেশ সরকারের ৮১ টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
- পরবর্তীতে এই ৯টি মডিউল-এর ফাংশনাল স্পেসিফিকেশন ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন-এর উপর কার্যপরিধি নির্ধারণপূর্বক সর্টলিস্টেড ৭টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে EOI আহ্বান করা হয়। যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়া শেষে গত ১ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি. তারিখে সিনেসিস আইটি লি: ও বিডিইকম আইটি লি: (JV) কে পরামর্শক ফার্ম হিসাবে সফ্টওয়্যার উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োগ দেয়া হয়।

উপসংহার

ইআরপি সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন উপকৃত হবে তেমনি স্থানীয় সফ্টওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলো বিকশিত হবে এবং দেশীয় আইটি কোম্পানি ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি উন্নয়ন করার সুযোগ পাবে এবং তাদের এই অভিজ্ঞতার আলোকে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে মানব সম্পদ উন্নয়নে সুযোগ পাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য অফিস এবং

প্রকল্পের বিবরণ ও কার্যক্রম :

প্রকল্পের নাম :	বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি
বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় :	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিক অনুমোদন :	১৭ আগস্ট, ২০১৬ ইং
প্রকল্পের মেয়াদ :	জুলাই, ২০১৬ হতে আগামী ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় :	৩৪০৫.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পটি সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মোট ১০৯৩.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১০৫১.০০ লক্ষ টাকা ও মূলধন ৪২.০০ লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

WE-5 এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

- বঙ্গবন্ধু কমিউনিকেশন স্যাটেল্যাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এটা জাতির টেলিযোগাযোগের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

(বাকি অংশ ১০-এর পৃষ্ঠায়)

ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্পের ইভেন্ট এবং মিটিং ম্যানেজমেন্ট মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

হতে শুরু হয়ে আগামী ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত চলমান থাকবে। ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি আওতায় বাস্তবায়িত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা;

- সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সরকারি সম্পদ

সংস্থায়/প্রতিষ্ঠানে ইআরপি সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে ব্যাপক সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রুত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন সহজতর হবে। ◆

WITSA ২০১৯ আন্তর্জাতিক এওয়ার্ড লাভ করলো বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

বিশেষ প্রতিবেদক : আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভান-এর কারেন ডেমিরচান কমপ্লেক্সে তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব ইনফরমেশন টেকনোলজি'র (ডব্লিউসিআইটি) ২১তম আয়োজনের অ্যাওয়ার্ড নাইটে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ অর্জন করলো উইটসা (WITSA) গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯। সম্মেলনে পাঁচটি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সম্মাননা চেয়ারম্যান অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। গত ৯ অক্টোবর, ২০১৯ আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজির চেয়ারম্যান ইভোন চু এর হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) হোসনে আরা বেগম এনডিসি এবং পরিচালক ড. খন্দকার আজিজুল ইসলাম, বিসিএস সভাপতি মো. শাহিদ-উল-মুনীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত এই সম্মেলন শুরু হয়েছিলো গত ৬ অক্টোবর থেকে। ওয়ার্ল্ড আইটি সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (উইটসা) প্রতিবছর এই সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। ৯ অক্টোবর এই সম্মেলনের শেষ দিনে WITSA 2019 এর চেয়ারম্যান এওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে নির্বাচক কমিটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন হাই-টেক পার্ক-এর অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে পুরস্কার প্রদান করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এবং ICT সেক্টরের বিকাশে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই পুরস্কার পাওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্বে ICT সেক্টরে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনার দ্বার আরো সম্প্রসারিত হলো। চেয়ারম্যান অ্যাওয়ার্ড অর্জন সম্পর্কে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, এই অর্জন তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার স্বীকৃতি দেয়। জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়নের পদধ্বনি সারা পৃথিবীকে আলোড়িত করেছে। হাই-টেক পার্কের মাধ্যমে আমরা বিদেশি বিনিয়োগের পথকে সহজ করেছি। দেশে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, আইটি বিশেষজ্ঞ তৈরিসহ শ্রম শক্তির পাশাপাশি মেধা শক্তিতে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। ◆

ইক্যাবের পাঁচ বছর, সামনে পরিকল্পনা অনেক

ডেস্ক রিপোর্ট : গত ৮ নভেম্বর দেশে ই-কমার্স ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিসেবে পাঁচ বছর পার করেছে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বা ইক্যাব।

ছয় বছরে পা দিয়েছে ইক্যাব। এই সময়ে এক হাজার সদস্যের মাইলফলকে পা দিয়েছে সংগঠনটি।

৯ নভেম্বর ইক্যাব পাঁচ বছর পূর্তি ও এক হাজার সদস্য হওয়ার বিষয়টি উদ্‌যাপন করে।

এর আগে সংগঠনটির মহাসচিব ও ইক্যাবের সহ-প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল ওয়াহেদ তমাল বলেন, যখন সংগঠনটির পরিকল্পনা করা হয় তখন দেশে একেবারেই হাতেগোনা কয়েকটি ই-কমার্স সাইট কাজ করছিল। আমরা বুঝতে পারলাম এর পরিমাণ

মফিজুল ইসলাম, সাবেক সচিব ও ইক্যাব উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান সহ আরও অনেকে।

ইক্যাব সভাপতি শমী কায়সারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের মহাসচিব আব্দুল ওয়াহেদ তমাল। ◆

টিপস্

বিকাশ অ্যাপ দিয়ে ট্রেনের টিকিট কাটবেন যেভাবে

ডেস্ক রিপোর্ট : এতোদিন বিভিন্ন অ্যাপের সাহায্যে ট্রেনের টিকিট কেটে বিকাশ অ্যাপে টাকা পরিশোধ করা যেতো। কিন্তু এবার বিকাশ নিজেদের অ্যাপেই ট্রেনের টিকিট কাটার সুবিধা নিয়ে এসেছে। কয়েকটি সহজ ধাপে বিকাশ অ্যাপ থেকেই ট্রেনের টিকিট কাটা যাবে। ট্রেনের টিকিট কাটার

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

(৩য় পৃষ্ঠার পর) ঘ) ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির বাস্তবায়ন সফলতা নির্ভর করছে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের উপর। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মুখ্য ভূমিকা পালনকারী কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সরকারকে এসডিজি বাস্তবায়নে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এজেন্ডা ২০৩০-এর মতো একটি সামগ্রিক, জটিল এবং সার্বজনীন উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থেরও সংস্থান করতে হবে।

ঙ) বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান সম্পর্কিত প্রকল্পের ৩০ শতাংশ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে। মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের বাইরে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এবং ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে, যাতে তারা এসডিজি বাস্তবায়নে সক্ষম হন।

চ) এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সেবা প্রদানে ব্যাপক দক্ষতা বাড়াতে হবে।

ছ) মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও এবং বেসরকারি পর্যায়ের সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকতে হবে। নীতিগত সহায়তার পাশাপাশি বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের সঠিক বাস্তবায়ন ইত্যাদি সঠিকভাবে হতে হবে।

জ) বৈষম্য দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সময়মতো তথ্য প্রাপ্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পরিবেশের ইকোসিস্টেম রক্ষা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঠিক সেবা নিশ্চিত করা এবং মানসম্মত অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

ঝ) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং সক্ষমতার বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

ঞ) জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবহন একটি বড় সমস্যা। এক্ষেত্রে সড়ক, নৌ ও রেলপথ নিয়ে সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং সড়ক নিরাপদ করতে হবে। সব ধরনের অবকাঠামো নির্মাণে মানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

ট) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা দৃঢ়করণ এবং কার্যকর অংশীদারত্ব বিনির্মাণের পাশাপাশি সরকার, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং দেশীয় এনজিওর মাধ্যমে এসডিজির স্থানীয়করণ ও বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে।

ঠ) জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরকার, বিশেষ করে উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি সংগঠনের শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া আবশ্যক। ◆

লেখক : পরিচালক (উপসচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

ই-গভর্নেন্স ও বাংলাদেশ

(১১ পৃষ্ঠার পর) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ-২০২১' বাস্তবায়নে সরকারি কাজে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে সকল ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর' এবং 'একসেস টু ইনফরমেশন

যুগোপযোগী কোর্স-কারিকুলাম তৈরির আহ্বান আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর

নিউজলেটার রিপোর্ট : আধুনিক ও পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষ জনবল তৈরিতে এখনই যুগোপযোগী কোর্স-কারিকুলাম তৈরি করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। গত ১৩ নভেম্বর আগারগাঁওয়ের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন মিলনায়তনে বাংলাদেশের আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের জাপানসহ বিভিন্ন দেশের আইটি শিল্পের জন্য কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তুলতে কোর্স-কারিকুলাম তৈরি বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিবছর জাপানে ২ লক্ষ আইটি পেশাদার জনবল প্রয়োজন হয় । কিন্তু জাপানের জনসংখ্যার বিপুল সংকট রয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ভোগ করছে। তাই এই সুবিধাকে কাজে লাগাতে আইটি শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট অফ থিংস, রোবটিক্স, ইমার্জিং ও ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোর্স কারিকুলাম তৈরির আহবান জানান। দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ইন্ডাস্ট্রি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসি, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, বিভাগীয় প্রধান, আইটি ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের মন্ত্রি হিরোইকি ইয়ামায়া, জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি ইউজি অ্যানদো। ◆

আইসিটি অধিদপ্তরে ই-নথির উপর সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

নিউজলেটার রিপোর্ট : সরকারি কর্মকর্তাদের ই-নথির নতুন সংযোজিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অবহিতকরণের লক্ষ্যে একসেস টু ইনফরমেন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় ই-নথি বিষয়ক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ গত ১৭ নভেম্বর, ২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থার ই-নথির অফিস এডমিনসহ মোট ২ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। আইসিটি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ এবং কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতি ব্যাচের ২ দিন করে মোট ৫০টি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে মোট ৬টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এপিডি অনুবিভাগ) মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী।

সম্পন্ন হওয়া ৬টি ব্যাচের বাকি ৪টির প্রশিক্ষণ প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম।

উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন। বাকি প্রশিক্ষণগুলো ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের পর অনুষ্ঠিত হবে। ◆

খুব দ্রুতই বাড়বে।

তমাল জানান, একটা সময় এর ডেলিভারি ছিলো হাতে গোনা। কয়েক'শ ডেলিভারি ছিল। আর এখন প্রতিদিন ই-কমার্স খাতে ডেলিভারি ৪০ হাজারের বেশি।

দেশে যে ৭০ লাখ ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদেরকে এর আওতায় আনার পরিকল্পনার কথাও জানান তমাল। পাঁচ বছর পূর্তির আনুষ্ঠানিক আয়োজনে অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, ইক্যাব উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক, রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, বাংলাদেশ কম্পিটিশন কমিশন চেয়ারপার্সন

আন্তর্জাতিক সম্মাননা

(১ম পৃষ্ঠার পর) দেয় যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংগঠন ডাটা সেন্টার ডায়নামিকস (ডিসিডি)।

চলতি বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর চীনের শেনজেনে ডিসিডির সাংহাই শাখার কান্ট্রি ডিরেক্টর জনসন ইয়াং তথ্যপ্রযুক্তি সচিব এন এম জিয়াউল আলমের কাছে পুরস্কারটি দেন।

১৬ অক্টোবর থাইল্যান্ডের ব্যাংককের জাতিসংঘ সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে গোভইনসাইডার ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড পায় কল সেন্টার ৩৩৩। কেন্দ্রীয় ডাটা, সেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য গোবইনসাইডার এশিয়ার বেস্ট সিটিজেন এঙ্গেজমেন্ট প্রজেক্টের স্বীকৃতিতে এই পুরস্কার মেলে। ◆

জন্য প্রথমে আপনার স্মার্টফোনে ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন হবে। স্মার্টফোনে বিকাশ অ্যাপ ওপেন করতে হবে। অ্যাপ ওপেন করার পর সবার উপরের টুলবারে সেন্ড মানি, মোবাইল রিচার্জ, ক্যাশ আউট, মেইক পেমেন্ট অপশনের পাশাপাশি ডান দিকে থাকা টিকিট অপশনে যেতে হবে। টিকিট অপশনে ট্যাপ করার পর সেখানে আসবে ট্রেন ও মুভি দুটি টিকিট অপশন। সেখান থেকে ট্রেনে ট্যাপ করলে আসবে বাংলাদেশ রেলওয়ে লেখা। সেখানে ট্যাপ করার পর নিচের দিকে আপনি কি তাদের সব শর্তে রাজি আছেন কিনা সেটা দেখাবে। সেখানে 'ওকে' বাটনে ট্যাপ করলে নতুন আরেকটি অপশন আসবে। নতুন অপশনে বাংলাদেশ রেলওয়ের ই-টিকেটিং প্লাটফর্মে আপনাকে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আপনার রুট, গন্তব্য, যাত্রার তারিখ, কোন ক্লাসের টিকিট কাটতে চান, কতজন যাত্রী সেটি নির্ধারণ করে টিকিট সার্চ করতে হবে। সব তথ্য ঠিকমতো দেওয়া হয়ে গেলে নতুন আরেকটি অপশন আসবে, যেখানে আপনাকে ভাড়াসহ যাত্রার যাবতীয় তথ্য দেখাবে। আপনি যদি টিকিট কাটতে চান তাহলে পরবর্তী ধাপে যেতে হবে। সেখান থেকে আপনি সম্মতি দিলে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেবে এবং আপনার টিকিট অ্যাপ জমা হবে। এরপর হিস্ট্রি থেকে টিকিট দেখতে এবং সেটি প্রিন্ট করিয়ে নিতে পারবেন। বিকাশ বলছে, গ্রাহকদের আরও সুবিধা দিতেই তারা অ্যাপে ট্রেনের টিকিট কাটার অপশন যুক্ত করেছে। ◆

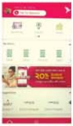

(এটুআই)' যৌথ সহযোগিতায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসমূহে ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন করছে।

ই-নথি বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ যেকোন স্থান হতে নাগরিকগণকে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে, যা সকল মহলে প্রশংসিত। ডিজিটাল শিক্ষা ও তথ্যসেবা সম্প্রসারণ/সহজলভ্যের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটি ক্ষেত্রে সামর্থ্য বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। 'রূপকল্প ভিশন-২০২১' বা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশে উচ্চগতির সংযোগ স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে প্রায় ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) প্রান্তিক পর্যায়ের দপ্তর/প্রতিষ্ঠানে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ সম্পসারণকল্পে 'Establishing Digital Conectivity (EDC)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে দীর্ঘদিনের সুবিধাবঞ্চিত, ভাগ্য বিড়ম্বিত জনগোষ্ঠীকে দেশের মূল স্রোতের জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত করতে 'আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ডাটার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে সিআরভিএস, ওপেন ডাটা পোর্টাল, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, এসডিজি পোর্টাল, বিগ ডাটা ইত্যাদি উদ্যোগসহ নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; যা বাস্তবায়িত হলে ই-গভর্নেন্স সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আরও ভালো হবে। ◆

লেখক : ডাটাবেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), আইসিটি অধিদপ্তর

আইসিটি অধিদপ্তরে নবযোগদানকৃত সহকারী প্রোগ্রামারদের প্রশিক্ষণ

রুমা ধর : গত ২৫ আগস্ট, ২০১৯ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত আইসিটি অধিদপ্তরে নবযোগদানকৃত ২৫৯ জন সহকারী প্রোগ্রামারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ ও কম্পিউটার ল্যাবে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল 'ডিজিটাল বাংলাদেশ, আইসিটি বিভাগ সম্পর্কিত চাকুরী বিধিমালা, অফিস ব্যবস্থাপনা, SDG, 41R, ই-নথি, ওয়েব পোর্টাল, Innovation, SPS, APA এবং NIS. দুইটি ব্যাচে ৫ দিনব্যাপী মোট ৫টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। ২৫ থেকে ২৯ আগস্ট ১ম ও ২য় ব্যাচ, ১ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ৩য় ও ৪র্থ ব্যাচ, ৮ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ৫ম ও ৬ষ্ঠ ব্যাচ, ১৫ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ৭ম ও ৮ম ব্যাচ এবং ২২ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ৯ম ও ১০ ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। সভাপতিত্ব করেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন। ◆

'উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও উদ্ভাবনী পরিবেশ তৈরিতে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার

নিউজলেটার ডেস্ক : তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি বলেন, জিডিপিতে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান শতকরা ৩৪ ভাগের বেশি। সেই তৈরি পোশাক শিল্পে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ নারী কর্মী কাজ করছে।

পলক বলেন, উদ্যোক্তা তৈরি বিশেষ করে নারীরা তাদের সৃজনশীল চিন্তা ও উদ্ভাবনী মেধা বিকাশের মাধ্যমে যেন দেশে-বিদেশে অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধীন আইডিয়া, নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিমন্ত্রী গত ১৯ নভেম্বর রাজধানীর আইসিটি টাওয়ারে নারী উদ্যোক্তা দিবস উপলক্ষে আইডিয়া প্রকল্পের উদ্যোগে 'উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও উদ্ভাবনী পরিবেশ তৈরিতে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানি তৈরি করছে সরকার। তিনি আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণ নারী উদ্যোক্তাদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতে সংশ্লিষ্টদের কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আইডিয়া প্রকল্পের পরিচালক সৈয়দ মজিবুল হকের সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, বাংলাদেশ পোষাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি-(বিজিএমইএ) সভাপতি ড. রুবানা হক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব বক্তব্য রাখেন। ◆

সরকারের সাফল্য ও অর্জন

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

- টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে ৯২% এর অধিক জনগণ টেলিযোগাযোগ এবং ৫০% এর অধিক ইন্টারনেট সেবা লাভ করছে। ২০০৮ সালে এই সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ৩৪% ও ৩%।
- সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' প্রকল্প- জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত প্রতিটি জেলায় ১টি করে সর্বমোট ৬৫টি ভাষা শিক্ষা ল্যাবসহ (কক্সবাজার জেলায় ০২টি) মোট ৪০১৬ টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' এবং ১৬০টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম' স্থাপিত হয়েছে। স্থাপিত ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবে ভাষা প্রশিক্ষণ সফ্টওয়্যার 'ভাষাগুরু' ইন্সটলেশন সম্পন্ন হয়েছে। ৯টি বিদেশি ভাষায় ১০২৪ জনকে মাস্টার ট্রেইনার এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে মাস্টার ট্রেইনারগণ জেলা পর্যায়ে বিদেশগামী তরুণ-তরুণীদের ৯টি বিদেশি ভাষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।
- 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' প্রকল্প- জুলাই, ২০১৭ থেকে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত সারাদেশের বৃহত্তর ২১ জেলায় Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider এবং Women Call Center Agent বিষয়ের উপর ১০,৫০০ জন নারীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- 'সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলসমূহে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন' কর্মসূচি (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০ খ্রি.) গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৯০০ জনকে Basic ICT Literacy এবং ৩০০ জনকে IT Support Technician প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর পাশাপাশি সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলে ০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব এবং ০৪ টি উপযুক্ত স্থানে ডিজিটাল সেন্টার (আইসিটি রিসোর্স সেন্টার) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করতে মোবাইল অ্যাপস যথা-কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ডিজিটাল পেস্টিসাইড প্রেসক্রাইবার, কৃষি বাতায়ন ও বন্ধু ফোন প্রভৃতি চালু করা হয়েছে যা কৃষক পর্যায়ে সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- পবিত্র হজ্ব ব্যবস্থাপনায় ২০১৫ সাল হতে সরকার ই-হজ্ব সিস্টেম চালু করেছে। বর্তমানে ই-হজ্ব সিস্টেমে হজ্ব কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ই-কমার্স কার্যক্রম আরো সহজিকরণের লক্ষ্যে ওয়েবভিত্তিক ট্রেড পোর্টাল স্থাপন করা হয়েছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ৪ মিলিয়নের অধিক প্রান্তিক পর্যায়ের বয়ঃবৃদ্ধ, বিধবা এবং প্রতিবন্ধী নাগরিককে ডিজিটাল উপায়ে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

অ্যাপিকটায় বাংলাদেশের তিন চ্যাম্পিয়ন, পাঁচ মেরিট পুরস্কার

APICTA
AWARDS

নিউজলেটার ডেস্ক : এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ডে তিন চ্যাম্পিয়ন এবং পাঁচ মেরিট অ্যাওয়ার্ড জিতেছে বাংলাদেশ।

ভিয়েতনামের শহর হা লং বে-তে অনুষ্ঠিত ১৯তম অ্যাপিকটা পুরস্কার অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর আট প্রতিষ্ঠান ওই পুরস্কার জিতেছে। বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কনজ্যুমার অ্যান্ড রিটেইল ক্যাটাগরিতে এটুআই-এর একশপ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল-জেনারেল ক্যাটাগরিতে সূর্যমুখী প্রাণিসেবা এবং টেকনোলজি-আইওটি-তে বন্ডস্টেইন।

অন্যদিকে কনজ্যুমার (মার্কেটপ্লেস) ক্যাটাগরিতে সিগমাইন্ড এর ইন্টেলিজেন্ট কম্পিউটার ভিশন টেকনোলজি ফর ভিডিও অ্যানালিটিক্স, কনজ্যুমার (ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স) ক্যাটাগরিতে সিএমইডি ডিজিটাল প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার সার্ভিস মডেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড সাপ্লাই চেইন ক্যাটাগরিতে প্রাইভসিস আইটি লিমিটেড এবং পাবলিক সেক্টর ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেন্টার (৩৩৩) এবং দূতাবাস মেরিট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। মেরিট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের দেওয়া হয় অ্যাপিকটার বিশেষ সনদপত্র।

গত ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে সরকারের কর্মসূচির কৌশলপত্রের একটি কপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য আয়োজিত হলো ডিজিটাল ওয়েজেস সামিট-২০১৯

বিশেষ প্রতিবেদক : তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি ডিজিটাইজেসনের অগ্রগতি বিবেচনা করে, সকল কারখানা শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানে সকল সমস্যা সমাধানে একসাথে কাজ করতে সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত ২০ নভেম্বর, ২০১৯ ঢাকাস্থ রেডিসন ব্লু হোটেলে আয়োজিত বাংলাদেশ ডিজিটাল ওয়েজেস সামিট-২০১৯ এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আইসিটি বিভাগের আওতাধীন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ইউএনডিপি-এর সহায়তায় পরিচালিত এটুআই, জাতিসংঘ ভিত্তিক বেটার দ্যান ক্যাশ অ্যালায়েন্স, বিজনেস ফর সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (বিএসআর) এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)-এর যৌথ উদ্যোগে উক্ত সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে।

'কর্মচারী এবং উৎপাদনকারীদের ডিজিটাল মজুরির জন্য পদ্ধতি বিস্তৃত করা' বিষয়ে উদ্বোধনী প্যানেল আলোচনার মধ্যদিয়ে সামিট শুরু হয়। প্যানেল আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল; বিজিএমইএ-এর সভাপতি রুবানা হক; জাতিসংঘ ভিত্তিক সংস্থা-বেটার দ্যান ক্যাশ অ্যালায়েন্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. রুথ গুডউন-গ্রয়েন; ইউএনডিপি-বাংলাদেশ-এর আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জী, আইএলও-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং জাতিসংঘের প্রতিনিধি তওমো পওটিআইনেন এবং মার্কস এ্যান্ড স্পেন্সার বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ম্যানেজার স্বপ্না ভৌমিক। উদ্বোধনী প্যানেল আলোচনা সঞ্চালনা করেন এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনীর চৌধুরী। ◆

২০৪১ সালের মধ্যে আর এনডি হাব হবে বাংলাদেশ : আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

AGREEMENT SIGNING

- সকল সরকারি দপ্তরে ইলেকট্রনিক ফাইল/নথি চালু করা হয়েছে।
- ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি সেবা চালু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক অর্থ প্রেরণ (ইএমএস), পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা (পিসিসিএস) প্রদান করছে।
- ২০১০ সালে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের যাবতীয় কর ও ফি আদায়, ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ২০১২ সালে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে।
- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা সহজিকরণের জন্য 'শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ পুলিশ বহুমুখী সেবা কার্যক্রম প্রবর্তন করেছে। যেমন-জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯, বাংলাদেশ পুলিশ হেল্প লাইন, হ্যালো সিটি অ্যাপস, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, আইজিপি কমপ্লেইন্ট সেল; যার মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানো সহজতর হচ্ছে।
- বিমান বন্দরে প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং (PDT), ফিংগার প্রিন্ট, স্মার্ট কার্ড প্রদান কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।
- অনলাইনে ভিসা চেকিং অ্যাপস এবং হাউজকিপিং বিষয়ে ই-লার্নিং এর জন্য মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। ◆

গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (যুগ্মসচিব) অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে পদোন্নতি পাওয়ায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ◆

অ্যাপিকটার প্রেসিডেন্ট স্ট্যান সিং, ভিয়েতনাম সফ্টওয়্যার অ্যান্ড আইটি সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের (ভিনাসা) সহ-সভাপতি লু থান লং এবং ভিনাসার মহাসচিব মিস নিগুয়ে থি থু জাং বিজয়ীদের মাঝে পদক ও সনদপত্র তুলে দেন। পাশাপাশি মেরিট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে পাঁচ প্রকল্প। বাংলাদেশে অ্যাপিকটার প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশ অ্যাসোসিশেন অব সফ্টওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) তত্ত্বাবধানে গত চার বছর ধরে অ্যাপিকটায় অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ। ◆

টিপস্

ম্যাসেঞ্জার অ্যাপে লগআউট করবেন যেভাবে

ডেস্ক রিপোর্ট : বন্ধুর ফোন থেকে জরুরি প্রয়োজনে ফেইসবুক ম্যাসেঞ্জার অ্যাপে লগইন করলেন।

বার্তা পাঠানো শেষে লগআউট করতে যাওয়ার সময় বাধলো বিপত্তি। কেননা ম্যাসেঞ্জার অ্যাপের সব অপশন তন্নতন্ন করে খুঁজেও লগআউট করতে পারলেন না। তখন কি করবেন?

ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। তবে এটি ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য বড় ধরনের ঝামেলা বটে। কেননা ফেইসবুক ম্যাসেঞ্জার অ্যাপে নেই লগআউট অপশন।

তাহলে কি লগআউট করা যাবে না? হ্যাঁ, যাবে। তবে ভিন্ন উপায়। কিভাবে ফোনে ম্যাসেঞ্জার অ্যাপ থেকে লগআউট করা যাবে তা তুলে ধরা হল এ টিপসে।

প্রথমে ফোনের Settings অপশনে যেতে হবে।

যেখান থেকে apps অপশনে ক্লিক করতে হবে।

এরপর নতুন একটি পেইজ চালু হবে। সেখানে ফোনে ইন্সটল থাকা সব অ্যাপের তালিকা দেখা যাবে।

সেখান থেকে স্ক্রল করে Messanger অ্যাপটি খুঁজে বের করে এতে ক্লিক করতে হবে।

তারপর storage অপশনে ক্লিক করে clear data বাটনে চাপতে হবে। পরবর্তী ধাপে delete app data নামে একটা পপআপ আসবে। সেখানে থাকা ok বাটনে ক্লিক করতে হবে। তাহলে ফোনে থাকা ম্যাসেঞ্জার অ্যাপ থেকে আপনি লগআউট হয়ে যাবেন। কাজটা একটু প্যাঁচানো হলেও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য খুবই জরুরি। ◆

নিউজলেটার ডেস্ক : তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের হাব হিসেবে পরিচিতি পাবে।

গত ৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির পাঁচ নম্বর ব্লকের ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান সামিট টেকনোপলিশ লিমিটেডের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এমন কথা জানান তিনি।

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেন, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে এখন বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা যদি প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং তার তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশনায় কাজ করে যেতে পারি তাহলে এই সাফল্য অর্জন করতে কোনো সমস্যাই হবে না।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কালিয়াকৈরে উচ্চ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করবে কোয়ার্টজ ম্যানুফেকচ্যারিং লিমিটেড।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে উৎপাদিত পণ্য প্রাথমিকভাবে ভারত, শ্রীলংকা, ভুটান, নেপাল ও মালদ্বীপে রপ্তানি করা হবে এবং পরবর্তীতে আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে রপ্তানি করার লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করছে বলে জানিয়েছেন কোয়ার্টজ ম্যানুফেকচ্যারিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহেদ আযম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম বলেন, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট। সরকার আইসিটি খাত থেকে যে বিপুল আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে তা পূরণে এই পার্ক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ◆

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক : ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পে'র বৃহত্তর ২১ জেলার প্রতি জেলা থেকে ৪০ জন করে নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণের জন্যে নিরাপদে ঢাকায় আগমন ও প্রস্থানের বিষয়ে গত ২৫ নভেম্বর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের উদ্যোগে আইসিটি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক মো: সোলায়মান মণ্ডল। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। ◆

ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯ ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে

নিউজলেটার ডেস্ক : ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে ১৪ থেকে ১৬ অক্টোবর তিন দিনব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি প্রদর্শনী 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯' শেষ হলো। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ প্রদর্শনী সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রতিদিন সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। হার্ডওয়্যার পণ্য উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পরিচিত করে তোলা ও উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে অবদান রাখা ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা জানাতে এ প্রদর্শনীর আয়োজন। ১৪ অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। তিনি তার বক্তব্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা মাথায় রেখে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো উদ্ভাবনী প্রকল্প নিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি সার্ভিস অ্যালায়েন্স-উইটসার মহাসচিব জেমস জিম পয়সন্ট, ডাক-টেলিযোগাযোগ-আইসিটি বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এ কে এম রহমতউল্লাহ, হাই-টেক পার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক, আইডিয়া প্রজেক্ট, এটুআই, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) যৌথভাবে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

১৬ অক্টোবর এক্সপোর সমাপনী দিবসে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও পুরস্কার বিতরণী। সকালে রোবোট বিষয়ে শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

রাতে হোটেল সোনারগাঁওয়ে অ্যাওয়ার্ড নাইটের মধ্যদিয়ে শেষ হয় 'ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯'। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। বিশেষ অতিথি ছিলেন ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সার্ভিস অ্যালায়েন্সের মহাসচিব ড. জেমস জিম পয়সন্ট এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি এ কে এম রহমত উল্লাহ। সভাপতিত্ব করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি শাহীদ-উল মুনীর সহ এখাতে সংশ্লিষ্ট শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ'-এর মাধ্যমে সেরা ১০টি স্টার্টআপকে 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)' পুরস্কার তোলে দেওয়া হয়।

যে ১০টি স্টার্টআপ 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট' পেল- ব্ল্যাকবোর্ড (মাহমুদ হাসান, রায়হান উদ্দিন ও রানা মৃধা), কগনিশন, এআই (ফারজানা ইয়াসমিন, প্রাপ্তি ও গাউসুল আজম), ক্রস রোড ইনিশিয়েটিভ (লামিয়া তানজিন), ভিজিটিং (তানজিম হাসান, মোহাইমিনুল ইসলাম ও জুনায়েদ তাহমিদ), এডুবট (এ এস এম আহসানুল সরকার ও এমরান হোসেন), ইলেকট্রিক স্কেটেবল অ্যান্ড ওয়াকেবল সু (মুহাইমিনুল হক ও মাহমুদুল হক), অবসর (এ বি এম ইফতেখার আহমেদ ও মাহির আশেক), ভিশন আইটি (ফাহিম ইসলাম, রাহাত জামান ও মো. জারির হোসেন), ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পল (মেহেদী হাসান ও মো. মোহসিন) এবং ঝুপরি ডটকম (মো. তানভীর আলম, মাশরুর রাশিক ও কেশব কুমার)। ◆

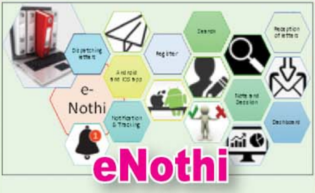

Nilufa Yesmin
National Consultant for e-file Implementation
a2i, ICT Division

'e-Nothi (Electronic Filing System)' is one of the most important interventions to facilitate e-Administration under e-Governance in government arena. 'e-Nothi' system is "an electronic file management system where a file in a soft form (transformed to a soft version if received in hard form) is processed and disposed off electronically."

As part of actualizing 'Vision-2021', Government of Bangladesh has emphasized on Digital Bangladesh and so-far tremendous progress has been made in making more and more services available at the doorsteps of the people with increased digitalization where possible. The government remains steadfast in its pursuit of simplifying public services though digitization & simultaneously it is focusing on digitizing government offices across the border and building capacity of civil-servants to become more technology savvy. 'e-Nothi' system is a result of this intention, launched to make the government administrative duties more efficient and effortless along with the goal of establishing paperless government offices while diminishing the manual system. It also helps to actualize the goal 16.6 of SDG.

Information and Communication Technology (ICT) has undoubtedly broadened scopes for providing both public and private services effectively to target beneficiaries. As bureaucratic efficiency is one of the important precondition for country's administrative effectiveness and economic growth, the use of ICT in public service has proved to be an important and

ডিজিটাল সেন্টারের ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

নিজস্ব রিপোর্ট : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর আওতাধীন এটুআই-এর উদ্যোগে ১১ নভেম্বর, ২০১৯ আইসিটি টাওয়ারে উদ্‌যাপিত হয়েছে ডিজিটাল সেন্টারের ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক কেক কেটে দিবসটি উদ্‌যাপন করেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ইনোভেশন টক অনুষ্ঠানে এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনীর চৌধুরীর সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, এটুআই এর প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মো: আব্দুল মান্নান পিএএ।

অনুষ্ঠানে আইসিটি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এটুআই-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার উদ্যোক্তাগণও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ◆

ই-গভর্নেন্স ও বাংলাদেশ

। মো: সুলতান মাহমুদ।

সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে আধুনিক করার উদ্দেশ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করাই হচ্ছে ই-গভর্নেন্স। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ হচ্ছে ই-গভর্নেন্স, যার মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারা জনসাধারণকে দক্ষভাবে সেবা প্রদান তথা সরকারের সমুদয় কার্যক্রমকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করা হয়। বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম সমন্বিত কর্মপদ্ধতি পরিচালনার অংশ হিসাবে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সরকারি সংস্থাগুলো ই-গভর্নেন্স সেবাসমূহকে আন্তঃসরকারি পরিষেবার জন্য জি-টু-জি (G2G), নাগরিক পরিষেবার জন্য জি-টু-সি (G2C) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য জি-টু-বি (G2B) শ্রেণিবদ্ধের মাধ্যমে সরকারি ই-সেবা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম পরিচালনার ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৈনন্দিন দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২১ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য মধ্যম আয়ের দেশের কাতার সামিল হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপূরণের এ অভিযাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গত ছয় বছরে উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ই-গভর্নেন্স জরিপে ১৫০তম স্থান থেকে ১১৫তম অবস্থান অর্জন করেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগ (ইউএনডেসা) পরিচালিত ই-সরকার ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ইজিডিআই) অনুযায়ী, বাংলাদেশ ০.৪৭৬৩ পয়েন্ট পেয়ে এবং গত দুই জরিপে ৩৫ ধাপ এগিয়ে ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১১৫তম স্থান অবস্থান করে নিয়েছে। ২০১৬ সালের জরিপে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২৪তম, ২০১৪ সালে ১৪৮তম ও ২০১২ সালে অবস্থান ছিল ১৫০তম। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সরকার 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে ১০টি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। এগুলো হলো–অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিক্ষা, যুব ক্ষমতায়ন, ন্যায়পরায়ণতা, শাসনপ্রক্রিয়া, জনপ্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, আইন প্রয়োগ, সংসদ এবং পরিবেশ। বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নানান উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ দিন দিন অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে দ্রুত ফোরজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এমনি একটি উদাহরণ। এ ছাড়া ফিক্সড্ ইন্টারনেট সংযোগও দিনের পর দিন বাড়ছে। *(বাকি অংশ ৯-এর পৃষ্ঠায়)*

আইসিটি বিভাগে ওয়েব এডমিনিস্ট্রেটর ও প্রোগ্রামার নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ

রুমা ধর : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে গত ২২ আগস্ট, ২০১৯ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ৩৮ জন প্রোগ্রামার ও ১জন ওয়েব এডমিনিস্ট্রেটরসহ মোট ৩৯ জন ৬ষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ওয়েব এডমিনিস্ট্রেটরকে প্রধান কার্যালয়ে এবং ৩৮ জন প্রোগ্রামারকে বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ে আইসিটির বিকাশ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রান্তিক পর্যায়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের জন্য পদায়ন করা হয়। নবযোগদানকৃত ৩৯ জন কর্মকর্তাকে ৬দিন ব্যাপী দুই ব্যাচের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে গত ১৩ অক্টোবর এবং ২০ অক্টোবর, ২০১৯ ডিজিটাল বাংলাদেশ আইসিটি বিভাগ সম্পর্কিত চাকুরী বিধিমালা, অফিস ব্যবস্থাপনা, SDG, 41R, ই-নথি, ওয়েব পোর্টাল, Innovation SPS, APA, NIS, SRDL বিষয়ে ডিজিটাল লিডারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আইসিটি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন, পরিচালক মোহাম্মদ লুৎফুর রহমানসহ নবযোগদানকৃত ওয়েব এডমিনিস্ট্রেটর ও প্রোগ্রামারগণ। ◆

sustainable tool aimed at reducing bureaucratic hassles and burden. The term e-governance can be capitulated through various defining factors; one of such is, using ICT to promote efficient and cost effective government service delivery to the citizens. The e-Governance includes three contributions involves to improve government process that is: e-Administration, connecting citizen that is e-Service and building external interaction that is e-Society. E-Governance has been treated as effective mechanism for bringing citizen's satisfaction as it tends to reduce costs, minimize third party contacts and enable citizens to transact themselves.

Before introducing 'e-Nothi' system in the govt. offices, the officials used the paper-based manual system. The typical challenges of manual system are many. The process was time consuming, huge number of files were stuck on different tables for long period of time, knowing the status of a file was extremely difficult, required frequent visits and reminder among office staffs to have the file move along and files were misplaced leading to restarting the process or even lengthier delays. The 'e-Nothi' system took on all these challenges.

Implementation Status

Indicator	Current
Number of offices	6785
Number of users	72665
Letter dispatched	151878367
Number of beneficiaries from e-Nothi	15535696
Number of e-Nothi mobile App user	20000

বর্তমান দায়িত্ব (১)

24/7
Help Desk

https://www.facebook.com/groups/nothi/

01315654047
01315654048
01315654049

support@nothi.org.bd

>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tappware.nothipro
>https://apps.apple.com/us/app/id1187955540

'e-Nothi' Mobile Application :

A study has exposed that about 50% of the respondents are regular user of 'e-Nothi' Mobile application and they are benefited much form it. The Mobile application has been created targeting to the senior officials (mid to top level management officials) so that these officials can provide prompt decision.

Challenges:

Besides positive effectiveness, some challenges of the 'e-Nothi' system has been revealed by case study such as Digital Infrastructure, Ensuring server stability, Necessary Hardware, Capacity development etc. To mitigate those challenges and make this system sustainable, the "Team Nothi" is working relentlessly.

WSIS PRIZES
12-16 JUNE 2017

International recognition of nothi: WSIS, The Open Group Award

CONCLUSION:

e-Nothi service has reduced citizens' time, cost and hassle to receive government services. It also reduces corruption and increase accountability of the government services. Greater access to internet has reduced barriers of culture, class, gender and distance in the delivery of public services. Including all govt. offices by 2020 in this system, e-Nothi will not only ensure materialization of Vision-2021 but also actualization of SDG: 16.6 goal (i.e. Ensure effective, transparent and accountable institutions at all level) too. ◆

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
DoICT
শেষ পৃষ্ঠা
আইসিটি বর্ষ-০৩ সংখ্যা-০৩ ঢাকা, ডিসেম্বর-২০১৯
নিউজলেটার

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সেন্টার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস : আমাদের প্রেরণার উৎস

অজিত কুমার সরকার
কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট

প্রত্যেকটি জাতীয় দিবসেরই আলাদা প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য রয়েছে। ঠিক তেমনি রয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের। এ দিবস আমাদের প্রেরণার উৎস। এ দিবস জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ও বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য আমাদের পথ চলাকে আরও বেগবান করে। এ দিবস আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অভিঘাত মোকাবেলায় শক্তি ও সাহস জোগায়।

১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস। এ দিনটি কেন বাংলাদেশের মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ? এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণার অতীত ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের প্রাচীন ও প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণাকালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন,

নিউজলেটার ডেস্ক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে নির্মিত 'ফোর টায়ার ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার'সহ চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন।

গত ২৮ নভেম্বর, ২০১৯ সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন করেন।

উন্নয়ন প্রকল্পগুলো হলো–পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধার ব্যবস্থা, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে নির্মিত 'ফোর টায়ার ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার', চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কাপ্তাই লেকে নির্মিত ভ্রাম্যমাণ গবেষণা তরী (রিসার্চ ভেসেল) এবং বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের ৫টি নতুন জাহাজ উদ্বোধন। প্রধানমন্ত্রী এসব উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধনে সন্তোষ প্রকাশ করে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এসব প্রকল্প দেশের জনগণের বিশেষ করে প্রকল্প আওতাধীন স্থানীয় জনগণের জীবন-মানের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ সিং, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, বাংলাদেশে চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিংসহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহুল ইসলাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, আইসিটি মন্ত্রণালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুস সামাদ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিক এবং পৃথক ভিডিওচিত্র অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করেন।

ফোর টায়ার ডাটা সেন্টার : আইটি ডাটা সুরক্ষা, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ডাটা ব্যবহার নিশ্চিত করে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর তথ্য ধারণক্ষমতা ২ পেটাবাইট (১০ লাখ গিগাবাইট=১ পেটাবাইট)। সরকারি অর্থ এবং চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় নির্মিত এই ডাটা সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং যৌথভাবে স্থাপন করেন। বিশ্বের সেরা মান নির্ধারণ প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'আপটাইম ইনস্টিটিউট' থেকে প্রিজারমেন্ট ডকুমেন্টশনের ওপর একটি কনস্ট্রাকশন ফ্যাসিলিটিজ'র জন্য একটিসহ মোট দুটি সনদ অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সনদপত্র দুটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এবং মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। এটি বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার। এর আপটাইম ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ। এখানে ডাটা স্টোরেজ ব্যাকআপ, রিকভারি, ডাটা সিকিউরিটি, ডাটা শেয়ারিং, ই-গভর্নেন্স, ই-সার্ভিস পাওয়া যাবে। ◆

◆

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক একটি দেশ। জননেত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুণদের মনে অভূতপূর্ব জাগরণ তোলে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকারটিও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। সেই থেকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ১২ ডিসেম্বর একটি প্রেরণা জাগানো দিন হিসেবে পরগণিত হয়ে আসছে।

২০০৯ সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন শুরু হলে এ দিনটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো সংবাদ সম্মেলনে ১২ ডিসেম্বর দিনটিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে ঘোষণার ব্যাপারে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গুরুত্ব, ডিজিটাইজেশনের প্রভাব ও ক্ষমতা এবং দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুণ সমাজের সেন্টিমেন্টকে বিবেচনায় নেওয়া হলে এ দিনটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হওয়া উচিত বলে অভিমত দেন। এরপরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস ঘোষণার ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয়ভাবে পালনের জন্য ১২ ডিসেম্বরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের সরকারি স্বীকৃতি আসে ২৭ নভেম্বর ২০১৭। এদিন মন্ত্রিপরিষদের সভায় ১২ ডিসেম্বর জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে ঘোষণার অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে দিবসটি সারাদেশে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। ২৬ নভেম্বর ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় দিবসটির নতুন নামকরণ করা হয় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস'। তাই ২০১৮ সাল থেকে ১২ ডিসেম্বর দিনটি প্রতি বছর এ নামেই পালিত হচ্ছে। এবারও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দিবসটি পালনে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ১১ বছরে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্যোগ ও চলমান কার্যক্রমগুলো দেশের মানুষের সামনে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এর পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা যে দূরদর্শী চিন্তার ফসল তা সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই বিশ্বের যেসব দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী, তারাই উন্নয়নের ঝড় তুলেছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কনসেপ্টটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক অনন্য উন্নয়ন দর্শন।

২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রা। প্রায় ১১ বছরের পথযাত্রায় ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। বাংলাদেশের মানুষের কাছে নতুন অথচ আধুনিক একটি কর্মসূচিকে দৃশ্যমান বাস্তবতায় পরিণত করার কাজটি ছিল সত্যিই চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই এগিয়ে নেওয়া হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম। কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন-- এ চার স্তম্ভ ঘিরে নেওয়া অধিকাংশ উদ্যোগের বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটে। ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ১৬ কোটি ৪১ লক্ষ ৭০ হাজারে উন্নীত হয়। একই সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ৬৫ হাজার। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের সদস্য হয়।

দেশের সব উপজেলা এবং ইউনিয়নকে পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩ হাজার ৬শ' ইউনিয়ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকটিভিটির আওতায় এসেছে। আশা করা হচ্ছে, এ বছরের মধ্যে আরও ২শ' ইউনিয়নের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্থাপনের

(বাকি অংশ ২-এর পৃষ্ঠায়)

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৮

ছবি : হোসাইন সৌরভ

সিআরআই-এর আয়োজনে 'ইয়ং বাংলা উইথ সজীব ওয়াজেদ' শীর্ষক অনুষ্ঠান

নিউজলেটার ডেস্ক : ভবিষ্যত প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হতে দেশে রোবোটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ও মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের মতো বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

গত ২২ অক্টোবর, ২০১৯ রাজধানীর হোটেল র‍্যাডিসনে আওয়ামী লীগের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) আয়োজিত 'ইয়ং বাংলা উইথ সজীব ওয়াজেদ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে 'ডিজিটাল ফিউচার অন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট' সেশনে এসব তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার শাহ আলী ফরহাদ এবং সিআরআইয়ের সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদ এই অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে তরুণদের প্রশ্নের উত্তরে জয় জানান, এবার রোবোটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারনেট অব থিংসের ওপর স্পেশালি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষণ ও রিসার্চ ফ্যাসিলিটি করে দিলে এক্সপার্টিজের দিক থেকে বাংলাদেশ অন্য দেশ থেকে এগিয়ে যাবে। এসব বিষয় নতুন, খুব বেশি বিশেষজ্ঞ নেই। নিজেদের উদ্যোগে রিসার্চ করলে এসব সেক্টরে দেশের সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের এলআইসিটি প্রকল্পে এই বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ করে জয় বলেন, এই উদ্যোগ বাংলাদেশের তরুণরা যেন সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন করতে পারেন সেজন্য। তিনি বলেন, শুধু চাকরির দিকে নজর দেবেন না। আমাদের অর্থনীতি বাড়ছে। উদ্যোক্তা হন, নিজের পায়ে দাঁড়ান, সরকার বা কারও উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। তরুণদের নিজেদের কোম্পানি করার আহবান জানিয়ে জয় বলেন, বাণিজ্য করলে দেশের অর্থনীতির লাভ, অন্যদের কর্মসংস্থান করতে পারবেন। ◆

ল্যান্ডফোনের সংযোগ ফ্রি, অ্যাপে অভিযোগ

নিউজলেটার ডেস্ক : মাসিক লাইনরেন্ট তুলে দেয়ার পর এবার ল্যান্ডলাইনের সংযোগও ফ্রি করেছে বিটিসিএল। সেই সঙ্গে সেবা সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ নিতে একটি অ্যাপও এনেছে সরকারি এই কোম্পানিটি।

গত ২২ অক্টোবর, ২০১৯ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে এই সেবার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সভাপতিত্বে ওই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা বা টেশিসের দোয়েল ল্যাপটপের নতুন মডেল উদ্বোধন, বিশ্ব ডাক দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিটের অবমুক্তকরণ, টেলিটকের ডিজিটাল আর্কাইভের উদ্বোধন এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কর্মপরিকল্পনার মোড়ক উন্মোচন করেন জয়। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে এসব সেবা ও কার্যক্রম চালু করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মহাপরিচালক সুধাংশু শেখর ভদ্র, বিসিএসসিএলের চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাগণ। ◆

বিপিও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

ডেস্ক রিপোর্ট : বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও প্রতিষ্ঠান মাই আউটসোর্সিং লিমিটেডের অফিস পরিদর্শন করেছেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক।

গত ২৪ নভেম্বর জুনাইদ আহমেদ পলক বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)-এর কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে মাই আউটসোর্সিং লিমিটেডের বনানী প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় জুনাইদ আহমেদ পলক মাই আউটসোর্সিং লিমিটেডের ডেভেলপ করা বিভিন্ন সার্ভিস ও সলিউশন, কাজের পরিবেশ এবং বিপিও খাতে প্রতিষ্ঠানটির অবদানের প্রশংসা করেন।

এসময় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানজিরুল বাশার, বাক্কোর যুগ্ম মহাসচিব এবংমাই আউটসোর্সিং লিমিটেডের চেয়ারম্যান রাজীব হোসেন উপস্থিত ছিলেন। ◆

মতবিনিময়ে আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

মিথ্যা তথ্যে সমাজে বিরূপ প্রভাব পড়ে

বিশেষ প্রতিবেদক : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত মতবিনিময় গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ আইসিটি অধিদপ্তরের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও আইসিটি বিষয়ক সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব) ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন এবং নাসিরনগর উপজেলা প্রশাসন অংশগ্রহণ করে। এতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মতবিনিময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব) বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের জীবনের অনুষঙ্গ। সাইবার স্পেসে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে অনেকেই তথ্য আপলোড বা শেয়ার করে। এতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই সব পর্যায়ে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সাধারণ জনগণের মাঝে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মাধ্যমেও সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বলেন, সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবে। ◆

৩৩৩ এর মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সেবা উদ্বোধন

333
333 এর মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সেবা উদ্বোধন

ডেস্ক রিপোর্ট : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) এবং এটুআই এর যৌথ উদ্যোগে গত ১২ নভেম্বর, ২০১৯ গুলশানস্থ ডিএনসিসি সম্মেলন কক্ষে কলসেন্টার '৩৩৩'-এর মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তথ্য, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও সেবা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। ◆

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) ▮ প্রকাশক : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ ▮ উপদেষ্টা : এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক ▮ সম্পাদনা : মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও নবেন্দু চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক : মো: ফিরোজ সরকার যোগাযোগ : আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১১০১ ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮১৮১১০২ মোবাইল : ৮৮-০১৭১১১৬৬৩২৮
ই-মেইল : ictnewsletter2017@gmail.com, jahedi6076@gmail.com, Web: www.doict.gov.bd
মুদ্রণ : আলিফ প্রিন্টিং প্রেস, ২২১ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০